NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ মমতার বক্তব্যে 'উসকানির' অভিযোগ, কমিশনে বিজেপি

জমি কেলেঙ্কারিতে ইডির ডাকে দেবাশিস কুমার, সিজিওতে জিজ্ঞাসাবাদ ৩

কলকাতা ৩১ মার্চ ২০২৬ ১৬ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.03.2026, Vol.19, Issue No. 288, 8 Pages, Price 3.00

অনুপ্রবেশ

জমি অধিগ্রহণে তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ৫৬৯ কিমি সীমান্ত উন্মুক্ত, যা অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করছে

ভয় নয় ভরসা

বিজেপি

পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। রাজ্যের ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ভোট হবে দুই পর্যায়ে, প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভোট শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, 'স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।' ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক স্তরে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে, যাতে ভোটপর্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ, অর্থাৎ গণনা অনুষ্ঠিত হবে ৪ মে। কমিশনের এক কর্তার কথায়, 'ভোটারদের নিরাপত্তা এবং অবাধ ভোটদান নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'

নির্বাচনী আবহে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। তবে প্রশাসনের তরফে বার্তা স্পষ্ট, যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কঠোর নজরদারি থাকবে সর্বত্র। এখন নজর ভোটের দিনগুলির দিকে।

বদলির বিরোধিতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের মধ্যে রাজ্যের বিডিও এবং বিভিন্ন থানা ওসি-সহ ২৬৭ জন আধিকারিককে অপসারণ করেছে নির্বাচন কমিশন। তার বিরুদ্ধে এ বার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সোমবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি।

প্রধান বিচারপতি পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে মামলা দায়েরের অনুমতি দেয়। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে একের পর এক শীর্ষ আধিকারিকের অপসারণের বিরোধিতা করে আগেই হাইকোর্টে মামলা করেন কল্যাণ। কমিশন যে ভাবে আধিকারিকদের বদলি করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বদলির ধরন দেখে তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ আদালতে জানান, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে এ ভাবে বদলি করা যায়। সে ক্ষেত্রে রাজ্যে এমন কিছু জারি রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। অন্য দিকে কী কারণে বদলি করা হচ্ছে, তা নিয়ে কমিশনও নিজেদের বক্তব্য জানায় আদালতে। এ বার রাজ্যের একঝাঁক বিডিও এবং ওসি অপসারণের বিরোধিতা করে ফের হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কল্যাণ।

রাজ্যে ভোট ঘোষণা হওয়ার রাত থেকেই একের পর এক আধিকারিক অপসারণ শুরু হয়েছে। রবিবারও রাজ্য পুলিশে এবং প্রশাসনে একঝাঁক রদবদল করেছে কমিশন।

'ভোটের বাক্সে অসম্মানের বদলা'

চিত্ত মাহাতো

পশ্চিম মেদিনীপুর: নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সোমবার তিনটি জনসভা করেন মমতা। বেলদা, পাঁশকুড়া হয়ে ডেবরায় পৌঁছোন তিনি। মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি-কে একযোগে আক্রমণ শানান তৃণমূলনেত্রী। বাংলাভাষীদের উপরে অত্যাচারের অভিযোগ থেকে শুরু করে মাছ-মাংস খাওয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিঁধলেন বিজেপি-কে।

সোমবার ডেবরার নির্বাচনী জনসভা থেকে ফের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার দিতে গিয়ে কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতি আমরা দেখি না। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি লক্ষ্মীর ভান্ডার টুকলি করেছিল। তাতেও বলেছে ফোন, টিভি, স্কুটার থাকলে পাবে না। এখানে কোনও শর্ত নেই। সকলে পান। লক্ষ্মীর ভান্ডার এখনও যাঁরা পাননি, চিন্তা করবেন না কাজ চলছে। সকলেই পেয়ে যাবেন।'

মমতা বলেন, 'আমার নিজের আধার কার্ড করতেও চার ঘণ্টা সময় লেগেছে। আর এখন বলছে, নো পপ আপ! যাদের কাছ থেকে আধার কার্ডের জন্য টাকা নিয়েছে, ফেরত দিতে হবে। কেন্দ্র সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আগে নোটবন্দির জন্য লাইন দিতে হয়েছে। এখন ভোটবন্দির জন্য মানুষকে লাইন দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। এই অসম্মানের বদলা মানুষ আজ ভোটের বাক্সে নেবে। সে দিন তোমরা দেখতে পাবে। বাংলাবিরোধী বিজেপি যতই করো চক্রান্ত, আবার হবে ব্যর্থ। এসআইআর মানেই সর্বনাশ। এসব করেও বিজেপির জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। কমিশন বিজেপিতে জেতানোর চক্রান্ত করছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতায় এসে তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' প্রকাশ করেছেন অমিত শাহ। তার প্রতি মমতার কটাক্ষ, 'প্রথম চার্জশিট তো মোদী আর অমিত শাহের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। ওঁরা অশান্তি লাগিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন।' প্রশাসনে কমিশনের রদবদল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রশাসনে ভাগাভাগি আগে কোনও দিন ছিল না। ভাল ভাল অফিসারদের সরিয়ে দিচ্ছে, যারা কাজ করত। ওরা বলছে চারটে তালিকা নাকি বেরিয়ে গিয়েছে। একটাও তো চোখে দেখতে পাইনি। চক্রান্ত চলছে।'

মমতা বলেন, 'মেদিনীপুর স্বাধীনতা আন্দোলনের মাটি, এখানে স্বাধীনতার আগেই স্বাধীন সরকার হয়েছিল। এটা সংগ্রামের মাটি। আন্দোলনের মাটি। আমি এখানকার প্রত্যেকটা রাস্তাঘাট চিনি। সিপিএম এখানে অনেক খুন, অত্যাচার করেছে।' এদিন নারায়ণগড়েও দ্বিতীয় নির্বাচনী সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিক্ষুব্ধদের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পর থেকে একাধিক বিদায়ী বিধায়ক প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। সোমবার নারায়ণগড়ের নির্বাচনী সভা থেকে তা নিয়েই মুখ খুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিক্ষুব্ধদের উদ্দেশে তাঁর সাফ বার্তা, 'টিকিট পাইনি বলে এটা নয় যে বিরোধিতা করব।' স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, 'যারা মানুষের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন, তাঁরা টিকিট পাবেন। আর না পেলে তা নিয়ে অসন্তোষের তো কিছু নেই। আমি তো কাউকে অসম্মান করিনি।'

তিনি বলেন, 'একবার টিকিট পেয়েছি। পরেরবার পেতে পারি, নাও পেতে পারি। আমি তো কাউকে অসম্মান করিনি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের পাশে থাকা। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।'

মনোনয়ন নন্দীগ্রামে, চোখ সেই ভবানীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার পথে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গী হন দিলীপ ঘোষ। হলদিয়ার মহকুমাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিয়ে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দুর দাবি, রোড শো'য়ে জনসমাগম এবং আবেগ দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, এখনই তাঁকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে চান মানুষ। রোড শো'য়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং খড়্গপুর সদরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ তাঁর সঙ্গী হওয়ায় দুই নেতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সোমবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরে শোভাযাত্রা করে নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং হলদিয়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে যান হলদিয়ায়। শোভাযাত্রায় প্রার্থীদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র থেকে দিলীপ। তার আগে সকালে নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় পুজো দেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী। হলদিয়ার কদমতলায় বিজয় সংকল্প সভা করে মনোনয়ন জমা দিয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, এ বার নন্দীগ্রামের ভোটের লড়াই তাঁর কাছে আরও সহজ। তিনি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তোপ দাগেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি এ-ও জানান, নন্দীগ্রামে তাঁর জয় সহজ এবং ভবানীপুর আসলে বিজেপিরই।

মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি নন্দীগ্রাম তথা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থাকবেন। প্রথম দফার ভোট মিটলেই ২৪ তারিখ সকাল থেকে তিনি চলে যাবেন কলকাতা। তাঁর কথায়, 'তখন থেকে ভবানীপুরে থাকব। ২৯ তারিখে মমতাকে হারানোর কাজ শেষ করে স্ট্রং রুম সিল করে ভবানীপুর ছাড়ব। তার পর ৪ তারিখ দেখা হবে।'

শুভেন্দু বলেন, ''ধর্মেন্দ্রজি রোড শো দেখে বলছিলেন, 'ইস বার তিন গুণ হোগা।' আসলে লোক চাইছে এখনই গিয়ে ইভিএমের বোতাম টিপে দিতে। মনে হচ্ছে যেন আগামিকালই ভোট। মানুষ আর এক মুহূর্ত অপশাসন চাইছেন না।'' নন্দীগ্রামের বিদায়ী বিধায়ক তাঁর কেন্দ্র নিয়ে বলেন, '২০২১ সালে ভোটের পাটিগণিতের হিসাবে নন্দীগ্রাম টাফ ছিল। তখন নন্দীগ্রামে ৬৪ হাজার মুসলিম ভোট ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ভুল বুঝিয়েছিলেন। তিনি সিএএ-কে এনআরসি বলেছিলেন। এখন মুসলিমরা বুঝে গিয়েছেন। তাঁরা এ-ও বুঝে গিয়েছেন, মোদীজি আছেন। অতএব সুশাসন-সুরক্ষা তাঁরা পাবেন। মুসলিমরা ওঁদের চক্করে আর পড়ছেন না। আর হিন্দুরা আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই নন্দীগ্রাম এখন আরও সহজ।'

এ বার দুই বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু জানান, ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে লড়াইও তাঁর কাছে কঠিন নয়। তাঁর কথায়, 'এসআইআরের পরে ভবানীপুর তো বিজেপির হয়েই গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি জেতার পর ভবানীপুরে বিজেপির প্রথম জিতবে এমনটা নয়। ২০১৪ সালে যখন মোদীজি প্রথম বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন দক্ষিণ কলকাতায় তথাগত রায় প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন ভবানীপুর বিধানভায় বিজেপির লিড ছিল ২ হাজার। ওখানে অনুপ্রবেশকারী, ভুয়ো ভোটারদের দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে জিততেন। এসআইআরের পর আর সেটা আর সম্ভব নয়।'

তেহরানকে নতুন হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

এনপিটি থেকে সরে আসবে ইরান

ওয়াশিংটন, ৩০ মার্চ: পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনার মধ্যেই এ বার তেহরানকে নতুন বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে আলোচনায় অগ্রগতির কথা জানানোর পাশাপাশি ইরানের সব বিদ্যুৎকেন্দ্র, তেলের খনি এবং খার্গ দ্বীপ ধ্বংস হুমকি দিয়েছেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইরানে আমাদের সামরিক অভিযান শেষ করার জন্য একটি নতুন, এবং আরও যুক্তিসঙ্গত এবং গভীর আলোচনা চলছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও হয়েছে। কিন্তু যদি কোনও কারণে খুব শীঘ্রই একটি চুক্তি না-হয়, যা সম্ভবত হবে এবং যদি হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত না-করা হয়, তবে আমরা ইরানে আমাদের 'নরম উপস্থিতিতে ইতি টানব। তাদের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, তেলের খনি এবং খার্গ দ্বীপ উড়িয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেব।'

তেহরান, ৩০ মার্চ : আমেরিকার বিরুদ্ধে 'ভীতিপ্রদর্শনের' অভিযোগ তুলে পরমাণু অস্ত্র প্রসারারোধ চুক্তি বা এনপিটি থেকে সরে আসার ঘোষণা করল ইরান। সোমবার তেহরান জানিয়েছে, আমেরিকা-সহ আন্তর্জাতিক দুনিয়া পরমাণু চুক্তি করার জন্য হুমকি দেওয়ার প্রতিক্রিয়াতেই এই পদক্ষেপ।

ইরান বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ইসমাইল বঘাই চলতি মাসের গোড়ায় জানিয়েছিলেন, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তাঁরা। তিনি বলেন, 'শীঘ্রই পার্লামেন্টে একটি বিল পেশ করা হবে। ইতিমধ্যেই সেই বিল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।' তবে একই সঙ্গে তেহরান জানিয়েছে, তারা ধ্বংসের জন্য অস্ত্র বানানোর বিরোধিতা করে যাবে।

সর্বকালীন পতন টাকার

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: ক্রমাগত রেকর্ড নিজেই ভেঙে চলেছে টাকা। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ধাক্কায় গত শুক্রবার এক মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়ায় ৯৪.৬৬ টাকা। এবার ৯৫-এর গণ্ডিও ছাড়িয়ে গেল ভারতীয় মুদ্রা। সর্বকালের রেকর্ড তৈরি করে এক মার্কিন ডলারের দাম হল ৯৫.২০ টাকা। এর ফলে নতুন করে ডলারের নিরিখে ০.৩ শতাংশ পতন হল টাকার দামে।

লাগাতার টাকার পতন রুখতে সম্প্রতি একাধিক পদক্ষেপ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ব্যাঙ্কগুলিতে বিদেশি মুদ্রা লেনদেনে রাশ টানা। যদিও তাতে বড় কোনও প্রভাব পড়ল না, নতুন করে টাকার পতনেই তা স্পষ্ট। যুদ্ধের ধাক্কায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় প্রভাব পড়ছে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে। লাগাতার শেয়ার বাজারে পতন হচ্ছে সেনসেক্স ও নিফটির। ঝুঁকির কথা ভেবে বাজার থেকে অর্থ তুলে নিচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। এই সব কিছুর ফল টাকার সর্বকালীন পতন।

মনোজের ডেপুটি-সহ সিইও দপ্তরের চার অফিসারকে সরিয়ে নিল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের চার আধিকারিককে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দপ্তর থেকে সরিয়ে নিল নবান্ন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক জন ডেপুটি সিইও। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের এক আধিকারিককে সিইও দপচরের যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক করে পাঠানো হল। সোমবার এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। সেই সূত্রে জানা গিয়েছে, রদবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন খোদ সিইও মনোজ আগরওয়ালই।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৯৯৮ ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস অফিসার নরেন্দ্রনাথ দত্তকে শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব করে পাঠানো হয়েছে। ২০০০ ব্যাচের সুপ্রিয় দাসকে খাদ্য এবং প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব করে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা দু'জনেই সিইও দপ্তরে অতিরিক্ত সচিব পদে ছিলেন। ২০০৪ ব্যাচের মিঠু দত্তকে সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব করে পাঠানো হল। তিনি রাজ্যের সিইও দপ্তরের যুগ্ম সচিব ছিলেন। ২০০৫ সালের ডব্লিউবিসিএস অফিসার সুব্রত পালকে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সিনিয়র ডেপুটি সচিব করে পাঠানো হয়েছে। সুব্রত ডেপুটি সিইও ছিলেন। অন্য দিকে, ২০০১ ব্যাচের রাহুল নাথ ছিলেন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব। তাঁকে যুগ্ম সিইও করে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, পুলিশ ও প্রশাসনের পর এবার নির্বাচন পরিচালনার মূল দপ্তরেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হল। ডেপুটি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পদে নতুন মুখ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন রাহুল নাথ। তাঁর আগে এই পদে ছিলেন সুব্রত পাল। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশ্নচিহ্ন রেখেই রাহুলের চিরবিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সন্ধ্যায় আত্মীয়-পরিজন, কলাকুশলী, প্রতিবেশী-বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের চোখের জলে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য।

রবিবার আচমকাই আসে খবর। তালসারিতে 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়েছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে রাহুলের। হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা যায় জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হচ্ছে, সম্ভবত ১ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জলে ডুবেছিলেন রাহুল। তাঁর ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে বালি ঢুকে যায়।

ফুসফুসের আকার ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ফুসফুসের ভিতর অস্বাভাবিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, বালি এবং নোনা জল। এখানেই শেষ নয়, রাহুলের খাদ্যনালির ভিতরেও মিলেছে বালি-নোনা জল। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, অল্প সময় জলে ডুবে থাকলে এমনটা হয় না। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ১ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জলের তলায় ছিলেন রাহুল। তাঁকে উদ্ধার করা যায়নি।

হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, রাহুলের শরীর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ভিসেরা। ভিসেরা সংগ্রহ করে ফরেনসিকের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাকস্থলীতে অ্যালকোহলের উপস্থিতি ছিল কি না, তা নিশ্চিতভাবে এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ।

কেরিয়ারের মধ্যগগনে এসেও, বিজয়গড়ের বাড়ির মায়া কাটাতে পারেননি রাহুল। আধুনিক ফ্ল্যাটে যেতে রাজি হননি। থাকতেন বিজয়গড়ের ফ্ল্যাটেই। সেই ফ্ল্যাটেই ফেরেন তিনি। তবে শববাহী শকটে করে। শেষবারের মতো।

এদিকে, অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে শোকের আবহ কাটতে না কাটতেই তীব্র বিতর্কে সরগরম টলিপাড়া। প্রোডাকশন টিমের দাবি, রাহুল ডুবে যাওয়ার চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাকে উদ্ধার করা হয়। সেক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে ইউনিটের একাধিক বয়ানেও অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমার মক্কেলদ্বয় ১) মৃন্ময় ব্যানার্জী ও সুমনা ব্যানার্জী ডানকুনি, হুগলী নিবাসী, ২৪/০৩/২০২৬ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৬৬৭ নং দলিলমূলে সনত ঘোষ সাং-গোবরা, ডানকুনি, হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জয়ন্ত আদক সাং- বেলেডাঙ্গা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১৭০৩০/২৫ জনাই, হুগলী) গোবরা মৌজায় জে.এল ৯২ ভুক্ত, এল.আর নং ৮১৫০ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৮৯৬ নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী ৩.০৫ শতক ২) মেনকা বাগ চিকরন্ড, হুগলী নিবাসী, ০৪/১১/২০২২ তারিখে জনাই হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১৯৩৯ নং দলিলমূলে মোহনলাল ঘোষ সাং-নৈটী, হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার বিমল কুমার সিকারিয়া ও দেবাশীষ কুন্ডু সাং-কলকাতা নিবাসী (আমমোক্তার নং- ২১৩/১৬ জনাই, হুগলী) পায়রাগাছা মৌজায় জে.এল ৫৫ ভুক্ত, এল.আর নং ২৭১, ৪৭৩, ৫৪৩, ৬১২, ও ৭০২ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৭০৭ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ৩.৩০ শতক ৩) বেবী দেবী বিহার নিবাসী, ২১/০৪/২০২৫ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৪৭০ নং দলিলমূলে রিক্তা ঘোষ সাং- ডানকুনি, হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুমন ঘোষ সাং-ডানকুনি, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১১১৩৫/২৩ জনাই, হুগলী) মৃগালা মৌজায় জে.এল ১০২ ভুক্ত, এল.আর নং ৩২০৮ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল আর ১৩১৩ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৩.৩০ শতক ৪) পিন্টু বেলেল গরলগাছা নিবাসী, ০৩/০২/২০২৬ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১০১৩ নং দলিলমূলে নিতা রাজ পন্ডিত দীগরের সাং- খানাকুল, হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার নির্মল দাস ও শুভঙ্কর মাল সাং-গরলগাছা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৭৪/২০১৩ জনাই, হুগলী) কৃষ্ণপুর মৌজায় জে.এল ১০০ ভুক্ত, এল.আর নং ১২০১ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৯৩২ ও ৯৮৫ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৩.৩৭ শতক ৫) আরবিন্দ কুমার নিসাদ ডানকুনি নিবাসী, ০৪/১০/২০২৪ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৯৬৭১ নং দলিলমূলে শান্তি দেবী রায় সাং- কলকাতা নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী সাং-ডানকুনি, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৩৪৬৯/২৪ জনাই, হুগলী) মনবেড় মৌজায় জে.এল ১০১ ভুক্ত, এল.আর নং ৯২৩৯ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২৩৭৫ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৩.৩০ শতক ৬) সারতী কুরমী ডানকুনি নিবাসী, ০৮/০৯/২০২২ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১০৩২৮ নং দলিলমূলে সুবীর মোদক সাং- ডানকুনি নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার উমা দাস সাং-উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী (আমমোক্তার নং ১০৬/২০১৯ জনাই, হুগলী) একলখী মৌজায় জে.এল ৮৯ ভুক্ত, এল.আর নং ১৩৮২ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৯৯৫ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ২.৮৯ শতক ৭) আসমিনা বেগম ও হায়দার আলি ডানকুনি নিবাসী, ০২/১১/২০২৩ তারিখে জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১০০২০ নং দলিলমূলে অনিমেষ মাইতি ও মৌসুমি মাইতি সাং- বেলয়গেছিয়া, কলকাতা নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ কামাল হোসেন সাং-ডানকুনি, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৩৯২/২০১৭ জনাই, হুগলী) মৃগালা মৌজায় জে.এল ১০২ ভুক্ত, এল.আর নং ৭৮৭৮ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৩০৯ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ২.২৭১৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া চন্ডীতলা-২ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও চন্ডীতলা হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যাক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে
Sd/- Mousumi Mukherjee (Mustaphi), Advocate,Serampore & Chinsuraha Court

CHANGE OF NAME
I, Dinesh Chandak S/O Ramkishan Chandak and Father of Darsh Chandak aged 15 years residing at 13, Kyd Street, dayabati mansion, 7th Floor, Opposite MLA Hostel, Kolkata - 700016 do hereby declare vide affidavit no. 1388 dated 25.03.2026 in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta that my son's name has been recorded as Darsh Chandak in all the educational certificates and other relevant government documents. By the virtue of this affidavit, I change my son's name from Darsh Chandak to Ishan Chandak for the reason of astrological purposes and henceforth from now onwards he will be known as Ishan Chandak for all future purposes.

CHANGE OF NAME
I, Dinesh Chandak S/O Ramkishan Chandak and Father of Dhwani Chandak aged 17 years, residing at 13, Kyd Street, dayabati mansion, 7th Floor, Opposite MLA Hostel, Kolkata - 700016 do hereby declare vide affidavit no. 1389 dated 25.03.2026 in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta that my daughter's name has been recorded as Dhwani Chandak in all the educational certificates and other relevant government documents. By the virtue of this affidavit, I change my daughter's name from Dhwani Chandak to Dhiaa Chandak for the reason of astrological purposes and henceforth from now onwards she will be known as Dhiaa Chandak for all future purposes.

CHANGE OF NAME
I, Naman Chandak S/O Suresh Chandak residing at 13, Kyd Street, dayabati mansion, 7th Floor, Opposite MLA Hostel, Kolkata - 700016 do hereby declare vide affidavit no. 1390 dated 25.03.2026 in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta that my name has been recorded as Naman Chandak in all the educational certificates and other relevant government documents like Aadhar, PAN, Voter Card and driving licence. By the virtue of this affidavit, I change my name from Naman Chandak to Amman Chandak for the reason of astrological purposes and henceforth from now onwards I will be known as Amman Chandak for all future purposes.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১শে মার্চ। ১৬ই চৈত্র, মঙ্গল বার। ত্রয়োদশী তিথি, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, বেলা ৩/২০ পরে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ মহাবীর জয়ন্তী। জৈন ধর্মের পালন।)

সাধারণ নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী আনিসুর রহমান, পিতা প্রয়াত সিরাজুল ইসলাম, নিবাস : পশ্চিমপাড়া, দেবালয়, কাউকেপাড়া, দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত -মেসার্স পিজি হাই টেক রাইস মিল (রেজিস্ট্রেশন নং আইসিই০১১২০২৫০১৪৬৯৮) এর অংশীদার হিসেবে পদত্যাগ করেছেন ১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ, মক্কেলগণ, প্রতিষ্ঠান সকল, এবং কর্তৃপক্ষগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, শ্রী আনিসুর রহমান এর সহিত মেসার্স পিজি হাই টেক রাইস মিল এর কোনও সংযোগ, কর্তৃত্ব বা দায় নেই সংশ্লিষ্ট পদত্যাগের তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত বিষয়ে সম্মকভাবে অবহিত হতে।
স্বা/
শ্রী আসিফুর রহমান
স্থান : কেউকেপাড়া, দেগঙ্গা
তারিখ : ৩১.০৩.২০২৬

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রী কমলেশ যাদব গত ইং. ২৩.০২.২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া, হুগলী হইতে I-881/26 দলিল মূলে বিক্রেতা- দিলীপ বাদুড়ী দ্বারা কর্তৃক আমমোক্তার নং. I-3590/25 এ.ডি.এস.আর., উত্তরপাড়া আমমোক্তার গ্রহীতা তাপস পাল-এর নিকট হইতে নিম্নের তপশীল পরিচিত জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা- উত্তরপাড়া, মৌজা-বাসাই, এল.আর. খতিয়ান-১৭০৬, এল.আর. দাগ-২২৮০, জমির পরিমান-০২ কাঠা।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বিএলআর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুরুলিয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তুললেন বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুশান্ত মাহাতোর সমর্থনে জনসভা করতে এসে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চ্যালেঞ্জ করলেন, গত ৭ বছরে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি কাজ করেছেন তা প্রমাণ করতে পারলে তিনি আর ভোট চাইতে আসবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বলেন, একশো দিনের কাজের টাকা, পানীয় জলের টাকা, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, তাঁরা সকাল থেকে রাত অবধি মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কখনও হিন্দু-মুসলমান, আবার কখনও কুড়মি-আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা শান্তি ও ঐক্য চাই। বিজেপির ডবল ইঞ্জিনকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, পুরুলিয়ায় ওদের ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার। উপরে মোদী সরকার, মাঝে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো আর নীচে বিজেপির বিধায়করা। কিন্তু কাজের বেলা শূন্য। গত ৭ বছরে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো হয় দিল্লিতে নয়তো রাঁচিতে থেকেছেন। মানুষের জন্য ৭ মিনিটও সময় দেননি। আরও বলেন, কেউ যদি দেখাতে পারে গত ৭ বছরে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নেতৃত্বে পুরুলিয়ার একটা পঞ্চায়েত বা শহরে উন্নয়ন হয়েছে বা ১০ জন মানুষকে কেন্দ্রীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তবে আমি আর তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে আসব না। ভোটারদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বার্তা দেন, কোনও রাজনৈতিক দল যখন ভোট চাইতে আসবে, তাদের কাছে কাজের রিপোর্ট কার্ড চাইবেন। তৃণমূল গত ১৪ বছরে বাঘমুন্ডি ও পুরুলিয়ার জন্য কী করেছে, তার রিপোর্ট কার্ড আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বিজেপিও তাদের কাজের হিসেব দিক। অভিষেক বলেন, ২০১১ সালের আগে বাঘমুন্ডিতে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পুরুলিয়া বা বলরামপুর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ে পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগত। আজ আমাদের সরকারের তৈরি রাস্তার সৌজন্যে সেই পথ মাত্র ২০ থেকে ৫০ মিনিটে অতিক্রম করা যায়। ২০০৬ সালে ডাউরি খালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার পড়ুয়ার মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে অভিষেক বলেন, সেদিন মৃতদেহ উদ্ধার করতে পুলিশের একদিন সময় লেগেছিল। আজ সেই ডাউরি খাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। ঝালদায় ফায়ার স্টেশন, মহকুমা শাসক অফিস থেকে শুরু করে বাঘমুন্ডিতে পলিটেকনিক কলেজ- সবটাই তৃণমূল সরকারের অবদান। কুরমালি ভাষাকে ৮ম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি আমরা শুনেছি। আমরা এই বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছি, আর তার কপি আমার কাছে আছে। আমাদের সরকার কুরমালি আর রাজবংশী ভাষাকে ৮ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছে। যদি আমি মিথ্যা বলি, তাহলে বিজেপি নেতারা আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি বলেছিল জিএসটি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, কিন্তু আজ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এলপিজি ৪০০ থেকে ১,০০০ টাকা, চা ১৫০ থেকে ৪০০ টাকা, আর দুধ ২৭ থেকে ৬০-৬২ টাকা হয়েছে। দৈনন্দিন জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। তাই তাদের একটা ভোটও দেওয়া উচিত নয়। তৃণমূল জিতলে, আপনারা বাড়ি, রাস্তা, জল, আর উন্নয়ন পাবেন।

প্রাক্তন বাম সাংসদের বাড়িতে গিয়ে আশীর্বাদ নিলেন অর্জুন সিং ও রাজেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রাক্তন বাম সাংসদ তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তড়িৎ বরণ তোপদারের ব্যারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে সোমবার তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিলেন দুই বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ও রাজেশ কুমার। এদিন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এবং জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বাম সাংসদ তড়িৎ বরণ তোপদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নির্বাচনের আগে প্রাক্তন বাম সাংসদের সঙ্গে বিজেপির দুই প্রার্থীর সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এই সাক্ষাৎ নিয়ে প্রাক্তন বাম সাংসদ তড়িৎ বরণ তোপদার বলেন, এখানে কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ নেই। অর্জুনের পিতা সত্য নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে তাঁদের লড়াই ছিল। কিন্তু রাজনীতির বাইরে ওনার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। সেটা তাঁর পুত্র অর্জুন বহন করে চলেছে। অপরদিকে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ওনাকে সবসময় অভিভাবক হিসেবে গণ্য করে থাকি। দল আলাদা হলেও, আমি ওনাকে দেখে অনেক কিছু শিখে এগিয়েছেন। আমি নোয়াপাড়ার প্রার্থী হয়ে ওনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার বলেন, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। তবে ব্যারাকপুরের বুকে ওনার মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব কম লোকই আছেন। তাই আমি ওনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।

ভগবান শ্রীরাম বাংলায় এবার বিজেপিকে আনবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভগবান শ্রীরাম এবার বাংলায় বিজেপিকে আনবে। সোমবার বিকেলে বীজপুর কেন্দ্রের হাজিনগরে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুরা রামনবমী উৎসবকে নিজের ধর্মের প্রতীক হিসেবে পালন করেন। তাই আজকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে হাজার হাজার মানুষ পথে নেমেছেন। তাঁর দাবি, ভগবান শ্রীরাম বাংলায় এবার বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবেন। তাঁর কটাক্ষ, মুসলিম থেকে এখন হিন্দু সাজার চেষ্টা করছেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর কথায়, যেই মমতা ব্যানার্জি জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে গালাগালি বলতেন। সেই মমতা ব্যানার্জিকে এখন জয় শ্রীরাম বলতে হচ্ছে। অপরদিকে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, তৃণমূল নেতারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন, এটাই বিজেপির সাফল্য। মমতা ব্যানার্জি জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে 'গালাগালি'

বলে সম্বোধন করেছিলেন। আজকে তাঁর দলের নেতারা ভোটের জন্য জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁর দাবি, বীজপুরে মানুষের এত উন্মাদনা দেখে মনে হচ্ছে, এখানকার মানুষ তৃণমূলকে ত্যাগ করেছে। উক্ত শোভাযাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, রবি শঙ্কর সিং প্রমুখ।

তৃণমূল ছাড়লেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিদায়ী বিধায়িকা মঞ্জু বসুর পর এবার তৃণমূল ছাড়লেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং। তৃণমূল ছাড়ার কথা সোমবারই তিনি ঘোষণা করেন। গারুলিয়া পুরসভা সন্নিহিত তাঁর বাড়ির নিচে থাকা অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও তিনি সরিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধেয় নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে পা মেলান প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সুনীল সিং। এরপরই তাঁকে নিয়ে দলবদলের জল্পনা তৈরি হয়। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান হল। যদিও নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কমিটিতে তাঁকে রাখা হয়েছিল। তথাপি তিনি তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন সুনীল সিং। ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছেড়ে ফের তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সূত্র বলছে, দীর্ঘদিন তাঁকে তৃণমূলে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুনীল সিং বলেন, আজ থেকে আমি তৃণমূল ছেড়ে দিলেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, যেই দলে বিশ্বাস নেই। সেই দলে এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়। তিনি জানান, ২০২২ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দল তাকে গুরুত্ব দেয়নি। অর্জুন সিংয়ের আত্মীয় বলেই তাঁকে দলে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সুনীলের দাবি, তৃণমূল ছাড়লেও তিনি রাজনীতির ময়দানে থাকবেন। কারণ, নোয়াপাড়ার মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন। তিনি একবারের বিধায়ক, তিন বারের পুরপ্রধান এবং ২৫ বছরের কাউন্সিলর। ১৯৯৫ সালের পুরসভা নির্বাচনে তিনি এবং তাঁর বাবা ও দাদা নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে ভোটে জিতেছিলেন। সুতরাং ফের তিনি দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করতে চান। তাঁর কথায়, মানুষ পরিবর্তন চাইছে। সেই পরিবর্তনে তিনিও সামিল হতে চান। তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিটিতে তাঁকে জায়গা দেওয়া নিয়ে নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক জানান, কমিটিতে রাখা নিয়ে তিনি আপত্তি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে নির্বাচন কমিটিতে রাখা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত গারুলিয়া পুরসভার কোনও কাউন্সিলরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। সুনীল সিংয়ের সংযোজন, তিনি টিকিট কেটেছেন। চার ঘণ্টা আগে টিকিট কার্নফাম হবে। কিন্তু তৃণমূল তাঁকে চার বছর ওয়েটিং লিস্টে রেখেছিল। সূত্র বলছে, দু'একদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন নোয়াপাড়ার এই প্রাক্তন বিধায়ক।

তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা ব্যানার্জিকে সঙ্গে নিয়ে এলাকাজুড়ে প্রচারে ব্যস্ত বরানগরের পুরপিতা ও পুর পারিষদ সদস্য রামকৃষ্ণ পাল।

বড়িশা যুগযাত্রী ক্লাবের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় শ্রুতি নাটকে সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

পোস্টাল ভোটে গোপনীয়তা নিয়ে আশ্বাস কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ওঠা সংশয়ের আবহে সরাসরি অবস্থান জানাল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে স্পষ্ট বার্তা; নিয়ম মেনেই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও গোপনীয় পদ্ধতিতে এই ভোটগ্রহণ করা হয়, কোথাও ব্যর্থ হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমিশনের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, আইন অনুযায়ী শিল করা ব্যালট বাক্সেই ভোট নেওয়ার কথা। কোনও কেন্দ্রে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রুটি থাকলে তা নিয়মভঙ্গ, এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, প্রতিটি ধাপেই নজরদারি জোরদার করা হচ্ছে যাতে ভোটের বিশ্বাসযোগ্যতা অটুট থাকে। প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা, পোস্টাল ব্যালটের পুরো প্রক্রিয়াই নির্দিষ্ট বিধি মেনে পরিচালিত হয়; ব্যালট ইস্যু থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রয়েছে নির্দিষ্ট নিরাপত্তা বলয়। কোনও অভিযোগ সামনে এলে তা খতিয়ে দেখে দ্রুত সংশোধন করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এক নির্বাচন আধিকারিকের বক্তব্য, ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কোথাও শৈথিল্যের সুযোগ নেই। ভোটের মুখে তাই পোস্টাল ব্যালট নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও, কমিশনের বার্তা স্পষ্ট; ব্যবস্থা আছে, নজরদারি আছে, এবং প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হবে।

কোচবিহার, শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা-রোড শো

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গে জোর বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: বিধানসভা ভোটের আগে প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গকে ঘিরে কৌশল আরও তীব্র করল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র একাধিক জনসভা ও রোড শোকে কেন্দ্র করে এখন রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। পূর্ব নির্ধারিত আলিপুরদুয়ারের সভা বাতিল করে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানেই সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৫ এপ্রিল জনসভা দিয়ে রাজ্যে প্রচারের সূচনা করবেন তিনি। দলীয় সূত্রে খবর, ১০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রোড শো করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। উত্তরবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করতেই এই জোরদার কর্মসূচি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। বিজেপি সূত্রে জানান হয়েছে, উত্তরবঙ্গ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানেই বেশি করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আনা হচ্ছে। শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাধিক শীর্ষ মুখও এই রাজ্যে প্রচারে নামবেন। অসমের নির্বাচন শুরু হলেই বিজেপির অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেমন অমিত শাহ, নীতিন নবীন, যোগী আদিত্যনাথ, রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা-সহ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতি বাড়িয়ে ভোটের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করার লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি। দলের অন্দরে দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সভা করিয়ে নির্বাচনী লড়াইকে আরও জোরালো করা হবে। সব মিলিয়ে, উত্তরবঙ্গকে ঘিরে বিজেপির এই বহুমুখী প্রচার যে আসন্ন ভোটে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩১ মার্চ ২০২৬, ১৬ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার

কলকাতা-সাংহাই আকাশপথে উড়ান

■ **আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মানচিত্রে নতুন অধ্যায় খুলল ইন্ডিগো। সোমবার থেকে সরাসরি সাংহাই,কলকাতা রুটে দৈনিক বিমান পরিষেবা চালু করল সংস্থাটি, যা ভারত-চিন সম্পর্কের পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সাংহাইয়ে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রতীক মাথুর এই উড়ানের সূচনা করে বলেন, এই সংযোগ পূর্ব ভারতের অর্থনীতি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাঁর মতে, দুই দেশের মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতির পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল। কোভিড ও সীমান্ত উত্তেজনার জেরে বন্ধ থাকা পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ার পর এটাই বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ইতিমধ্যেই দিল্লির পর কলকাতা দ্বিতীয় ভারতীয় মহানগর হিসেবে সাংহাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হল। ঐতিহাসিক যোগসূত্রের দিকটিও তুলে ধরেছেন কূটনীতিকরা। অতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার এই শহর সফর করেছিলেন। নতুন এই আকাশপথ সেই সম্পর্ককে আরও গভীর করবে বলেই আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।**

দক্ষিণে কালবৈশাখীর আশঙ্কা

■ **বসন্তের শেষ লগ্নে রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার অস্থিরতা কাটছেই না। আলিপুরে আবহাওয়া দপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী, আর উত্তরবঙ্গে শিলাবৃষ্টির দ্বিমুখী পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আবহবিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিহার-ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে। পাশাপাশি উত্তর ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয়বাষ্প ঢুকছে ব্যাপক হারে। এই আবহ সঞ্চালনের জেরেই মঙ্গলবার রাজ্যের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তীব্র হচ্ছে। মঙ্গলবার ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার ছুঁতে পারে বলে সতর্কবার্তা। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তাপমাত্রার ওঠানামাও নজর কেড়েছে। সাময়িকভাবে পারদ কিছুটা নামলেও সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের বাড়বে গরম। ফলে স্বস্তি ও অস্বস্তির দোলাচলেই কাটবে আগামী কয়েক দিন; এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।**

বিজয়গড়ে উত্তেজনা, বিক্ষোভ

■ **টালিগঞ্জের রাজনৈতিক আবহে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল বিজয়গড়। প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জীর বাড়ির সামনে পৌঁছতেই বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাস্থলেই শুরু হয় তুমুল বাকবিতণ্ডা, মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সকালে দলীয় প্রচারে বেরিয়ে পাপিয়া অধিকারী যখন বিজয়গড়ের অনন্যা আবাসনের সামনে পৌঁছন, তখনই আপত্তি তোলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের অভিযোগ, শোকের আবহে রাজনৈতিক স্লোগান তোলা অনভিপ্রেত। অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী বলেন, যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে গলা সোচ্চার করেছে, তাদেরকেই তৃণমূল বাদের খাতায় ফেলেছে। ওদের হয়ে কথা বললে সব ঠিক, না হলে জাহান্নামে যাও। এক তৃণমূল কর্মীর বক্তব্য, এটা প্রচারের জায়গা নয়, এখানে রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া অসম্মানজনক। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শুটিং করতে গিয়ে দিঘার তালসারিতে মর্মান্তিকভাবে প্রয়াত হন রাহুল। তাঁর মৃত্যুর পর এখনও শোকস্তব্ধ পরিবার ও পরিচিত মহল। সেই পরিস্থিতিতে বাড়ির সামনে রাজনৈতিক উপস্থিতি ঘিরে ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।**

মমতার বক্তব্যে ‘উসকানির’ অভিযোগ, কমিশনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোট ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ভাষণকে কেন্দ্র করে সরব হল বিজেপি। সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে শাসকদলকে কড়া আক্রমণ শানায় গেরুয়া শিবির। বিজেপির অভিযোগ, গত কয়েক দিনে একাধিক জনসভায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভীতি ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যা ভোটারদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে। ২৫ মার্চ ময়নাগুড়ি ও নকশালবাড়ি,

পাশাপাশি ২৬ মার্চ পাণ্ডবেশ্বরের সভার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগপত্রে। একই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের এক সাংবাদিক বৈঠকের মন্তব্য নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে বিজেপি। দলের দাবি, এই সব বক্তব্য নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী। তাই অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এমনকী সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়েরের দাবিও তুলেছে তারা। পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে চাইছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, যে বিজেপিকে ভোট দিলে ছাড়বে না বলছে! নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত কর্মীদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। তবে বিজেপির এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ভোট যত এগোচ্ছে, ততই পাল্টা অভিযোগে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে। এখন নজর কমিশনের পদক্ষেপের দিকে।

এপ্রিলেই বিজেপির ‘সংকল্পপত্র’

রাজ্যবাসীর জন্য থাকবে একাধিক চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে শাসক-বিরোধী তরজার মাঝে নিজেদের ইস্তেহার প্রকাশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, ৪ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যেই প্রকাশ পেতে পারে সেই বহু প্রতীক্ষিত সংকল্পপত্র, যেখানে একাধিক জনমুখী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্রের দাবি, মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে। পাশাপাশি বেকার ভাতা, দ্রুত শূন্যপদ পূরণ, চাকরির পরীক্ষায় বয়সে ছাড়, এই সব বিষয়ও গুরুত্ব পাচ্ছে।

শিল্পায়নের প্রশ্নে নতুন করে সিঙ্গুর প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে, তবে জমি নেওয়া হবে কৃষকদের সম্মতি নিয়েই; এমন আশ্বাস দেওয়া হতে পারে বলে খবর। অন্যদিকে সীমান্ত সুরক্ষা, সিন্ডিকেট দমনে কড়া অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; সব মিলিয়ে এক বিস্তৃত রূপরেখা তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। তবে বিরোধীদের কটাক্ষও থামছে না। জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, সংকল্পপত্রে অনেক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি থাকবে। আগে দেওয়া কথা রাখেনি, এবারও রাখবে না। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে বিজেপির এই ইস্তেহার, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অন্যদিকে, চৈত্রের বিকেলে

রাজ্যে শুরু ‘শঙ্খধ্বনি’ যাত্রা

রাজনৈতিক আবহে নতুন ছন্দ আনতে পথে নামছে বিজেপি। ‘বিজয় শঙ্খধ্বনি’ নামের এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটের আগে সংগঠনকে জাগিয়ে তুলতে চায় গেরুয়া শিবির। দলীয় সূত্রে খবর, সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ শহরের বেহালা ও মেটিয়াবুরুজ থেকে সূচনা হয় এই যাত্রার। শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ নয় উদ্যোগটি। রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই পর্যায়ক্রমে পৌঁছে দেওয়ার রূপরেখা তৈরি করেছে নেতৃত্ব। লক্ষ্য, বুথস্তরের কর্মীদের সক্রিয় করে তোলা এবং ভোটের আগে জনসমর্থনের ভিত মজবুত করা। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটা শুধুই মিছিল নয়, সংগঠনকে নতুন করে একসুতোয় বাঁধার প্রয়াস। প্রতিটি কর্মীকে মাঠে নামানোই এখন প্রধান লক্ষ্য। স্থানীয় স্তরেও কর্মসূচি ঘিরে প্রস্তুতি চোখে পড়ার মতো। পতাকা, ব্যানার, মাইক; সব মিলিয়ে এলাকা জুড়ে যেন এক ধরনের নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছে। বেহালার এক কর্মীর কথায়, এই যাত্রা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। আমরা চাই, প্রতিটি পাড়ায় আমাদের উপস্থিতি স্পষ্ট হোক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রচারের ধরনে পরিবর্তন এনে সরাসরি জনসংযোগ বাড়াতেই এই উদ্যোগ। এক পর্যবেক্ষকের বক্তব্য, ভোটের আগে মাটির কাছাকাছি পৌঁছনোই এখন সব দলের লক্ষ্য। বিজেপিও সেই পথেই হাঁটছে। ভোটের আগে তাই রাজনীতির ময়দানেই নয়, রাস্তাঘাটেও শুরু হল নতুন সুর, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে লুকিয়ে রয়েছে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতি।

ভোটের আগে যাদবপুরে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, গুলির অভিযোগে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ভোটের প্রাক্কালে শহরের বুকে ফের অশান্তির ছায়া। পূর্ব যাদবপুরের যমুনানগরে সোমবার সকালেই হঠাৎ উত্তেজনা ছড়ায় গুলি চলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। ঘটনায় একাধিক বাসিন্দা জখম হয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয়দের দাবি, বেপরোয়া বাইক চালানো নিয়ে আপত্তি জানানো থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই এক যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী। তাঁকে মারধরের পাশাপাশি গায়ে দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ওকে মারার জন্যই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওরা, আমরা না থাকলে হয়তো বাঁচত না। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকা। অভিযুক্তদের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। অভিযোগ, বাইরে থেকে আরও লোক ডেকে এনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। এক বাসিন্দা বলেন, হঠাৎ করেই চারদিক থেকে লোক এসে কোপাতে শুরু করে, আমরা প্রাণ বাঁচাতে পালাই।

এই অরাজকতার মাঝেই গুলির শব্দ শোনার দাবি করেছেন অনেকেই, যদিও পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এলাকায় পৌঁছে বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবুও থমথমে পরিবেশ কাটেনি। ভোটের মুখে এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত দোষীদের শাস্তি দিয়ে এলাকায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনুক প্রশাসন।

ভোটার তালিকা নিয়ে তরজা, কমিশনে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হল রাজ্যে। সোমবার নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো আবেদন জমা দিয়ে ভোটার তালিকায় ‘বহিরাগত’ ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, বিপুল সংখ্যক ফর্ম-৬ জমা দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। অভিষেকের বক্তব্য, বিজেপির কর্মী ও এজেন্টদের হাতেনাতে ধরা হয়েছে। হাজার হাজার ভুয়ো ফর্ম-৬ জমা দিয়ে বাইরের লোকেদের নাম তোলার চেষ্টা চলছে। আমরা চুপ করে থাকব না। বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় লড়াই চলবে। এই অভিযোগ ঘিরে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় রাজ্য বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, অনলাইনে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ফর্ম-৬ জমা দেওয়ার সুযোগ আগেই রয়েছে। সেখানে যে কেউ আবেদন করতে পারেন। তবে সেই আবেদন গ্রহণযোগ্য কি না, তা সম্পূর্ণভাবে কমিশনের যাচাইয়ের উপর নির্ভর করে।

জমি কেলেঙ্কারিতে ইডির ডাকে দেবাশিস কুমার, সিজিওতে জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে নতুন করে চাপে প্রাক্তন বিধায়ক দেবাশিস কুমার। সোমবার তাঁকে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, ডাকা হয় কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, একটি বহুল আলোচিত প্রতারণা মামলার সূত্র ধরেই তাঁর নাম উঠে এসেছে। ইডি-র দাবি, এক ব্যবসায়ীর আর্থিক লেনদেন এবং জমি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ কিছু নথি হাতে আসে। সেই সূত্রেই প্রাক্তন বিধায়কের সম্ভাব্য যোগাযোগ ও ভূমিকা যাচাই করতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আর্থিক লেনদেন, প্রভাব খাটানো কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ; সব দিকই খুঁটিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। যদিও এই বিষয়ে দেবাশিস কুমারের পক্ষ

থেকে এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, নতুন করে কারও নাম জড়ায় কি না; সেদিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

উল্লেখ্য, জমি দখল সংক্রান্ত একটি মামলায় সম্প্রতি কলকাতা এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুধু তাই নয়, একটি সংস্থার দপ্তর এবং যুক্ত আধিকারিকদের বাড়িতেও তল্লাশি চলে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কলকাতা এবং শহরতলির একাধিক জায়গায় জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে কলকাতা এবং বিভিন্ন জায়গায় অন্তত ১৬ থেকে ১৭টি এফআইআরও দায়ের হয়েছিল। এই সংক্রান্ত অভিযোগ ইডির কাছে পৌঁছতেই তদন্ত শুরু হয়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ তল্লাশিতে একাধিক তথ্য তদন্তকারীদের হাতে উঠে আসে। শুধু তাই নয়, প্রকল্পের নাম করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে আসে তদন্তে।

আজও খোলা থাকবে ট্রেজারি, স্বস্তি সরকারি মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অর্থবর্ষের একেবারে অন্তিম প্রহরে প্রশাসনিক চাপে খানিকটা রাশ টানল রাজ্য সরকার। নবান্নের অর্থ দপ্তরের নতুন নির্দেশে স্পষ্ট, ৩১ মার্চ অর্থাৎ আজকেও খোলা থাকবে রাজ্যের সমস্ত ট্রেজারি ও পে-অ্যান্ড-অ্যাকাউন্টস দপ্তর। ফলে বছরের শেষ লগ্নে জমে থাকা বিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মিলল বাড়তি সুযোগ।

অর্থ দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, শেষ মুহূর্তে কাজের চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে নির্ধারিত সময়সীমায় সব কিছু মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বিল জমা ও অনুমোদনের সময়সীমা কার্যত বাড়ানোয় বহু দপ্তরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

জানা গিয়েছে, ৩০ মার্চ গভীর রাত কিংবা ৩১ মার্চ জারি হওয়া বরাদ্দ সংক্রান্ত নথিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি সরকারি রসিদ জমা নেওয়ার ক্ষেত্রেও শিথিলতা আনা হয়েছে। এক হিসাবরক্ষক বলেন, মার্চ ক্লোজিং মানেই দৌড়ঝাঁপ। একদিন অতিরিক্ত সময় পাওয়ায় অন্তত কাজ গুছিয়ে নেওয়া যাবে। প্রতি বছরই এই সময় ট্রেজারিগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। প্রযুক্তিগত সমস্যা বা অতিরিক্ত চাপের জেরে বহু ক্ষেত্রে বিল জমা আটকে যায়। সেই প্রেক্ষিতে প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ‘সময়ের দাবি’ বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। নবান্নের এক কর্তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, কোনও প্রকল্পের টাকা ফেরত যাওয়া বা কাজ আটকে থাকার ঝুঁকি এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। অর্থবর্ষের শেষ মুহূর্তে এই বাড়তি সময় কার্যত লাইফলাইন হয়ে উঠল সরকারি কর্মী ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে।

বাংলায় লুঠতন্ত্র কায়েম হয়েছে: রাজেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলায় লুঠতন্ত্র কায়েম হয়েছে। সোমবার সকালে ভোট প্রচারে এমনটাই বললেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। এদিন তিনি নৈহাটির রাজেন্দ্রপুর মোড় থেকে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন। ২৩ ও ২৪ নম্বর বুথ পরিক্রমা করে তিনি বাসিন্দাদের কাছ থেকে সমস্যার কথা শোনেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাকেশ কুমার বলেন, এখানকার রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিণত। এখানে পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, জগদ্দল জুড়ে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। বাড়ি তৈরি-সহ যে কোনও

কাজ করতে গুন্ডাদের তোলা দিতে হয়। তাঁর দাবি, গোটা বাংলায় লুটতন্ত্র কায়েম হয়েছে। যদিও তিনি প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কিছুই বলতে চান না। তাঁর কথায়, গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। মানুষ আমাদের দু’হাত ভরে আশীর্বাদ করছেন। এতেই স্পষ্ট, মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছে।

নির্বাচনী প্রচারে টালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

ঘুড়ির ডোরে ভোটের টান, ফড়িয়াপুকুর-বাগবাজারে আকাশজুড়ে দলীয় লড়াই

রাজীব মুখোপাধ্যায়

চৈত্রের হালকা বাতাসে উত্তর কলকাতার আকাশ বরাবরই ঘুড়িতে ভরে ওঠে। তবে এবছর সেই দৃশ্যে যুক্ত হয়েছে অন্য এক মাত্রা; রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফরিয়াপুকুর থেকে বাগবাজার; ঘুড়ির দোকানগুলিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত উত্তেজনা, যেখানে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে দলীয় প্রভাব বিস্তারের লড়াই।

দোকানে ঢুকলেই চোখে পড়ে, সাধারণ নকশার জায়গা দখল করেছে বিভিন্ন প্রতীকের ছাপা ঘুড়ি। ক্রেতাদের ভিড়েও সেই প্রভাব সুস্পষ্ট। কেউ নিজের পছন্দের প্রতীক বেছে নিচ্ছেন, কেউ আবার সংখ্যার জোরে আকাশ দখলের পরিকল্পনায় একসঙ্গে বহু ঘুড়ি কিনছেন।

বাগবাজারের ব্যবসায়ী তপন সাহা বলেন, সকাল থেকে রাত

পর্যন্ত থামার সময় নেই। সবাই চাইছে তাদের দলের ঘুড়িই বেশি উড়ুক। কিন্তু সবটাই হাতে তৈরি, তাই চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায় ধরা পড়ে বাজারের চাপ এবং প্রতিযোগিতার তীব্রতা। ফরিয়াপুকুরের কলেজ পড়ুয়া শুভদীপ জানালেন, বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছি, এবার পাড়ার আকাশ এক রঙে ভরিয়ে দেব। এটা আলাদা রকমের আনন্দ। তরুণ প্রজন্মের এই উচ্ছ্বাসে মিশে আছে স্পষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশের ইচ্ছা।

অন্যদিকে, পুরনো বিক্রেতা রমেন দত্তের অভিজ্ঞতা বলছে, এমন চাহিদা আগে দেখিনি। প্রতিটা ঘুড়ি আলাদা করে বানাতে হয়, তবু সবাই নিজের দলেরটাই চাইছে। তাঁর মতে, বাজারের এই পরিবর্তন একেবারেই নতুন। ক্রেতাদের মধ্যেও আবেগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। অমিত বিশ্বাস বলেন, ভোট শুধু ভোটকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ নয়। আকাশ দেখলেই বোঝা যায়, কার সমর্থন বেশি। একই সুর শোনা যায় শর্মিলা দে-র কথায়; আগে ঘুড়ি ওড়ানো মানে ছিল খেলা। এখন মনে হয়, এটা আমাদের মত প্রকাশের মাধ্যম।

তবে সকলেই যে এই পরিবর্তনে স্বচ্ছন্দ, তা নয়। প্রবীণ নবারুণ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, ঘুড়ির সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন নতুন। সময় বদলাচ্ছে, তাই ছবিটাও বদলাচ্ছে।

দোকানিদের দাবি, একসঙ্গে বহু ঘুড়ির অর্ডার আসছে নিয়মিত। পাড়ায় প্রভাব দেখানো থেকে দলীয় উপস্থিতি জাহির; সবই এখন আকাশমুখী। ফলে প্রচারের পরিসরও বদলাচ্ছে দ্রুত। দেওয়াল কিংবা মঞ্চের বাইরে, এবার আকাশই হয়ে উঠছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন ক্ষেত্র; যেখানে প্রতিটি উড়ান এক একটি বার্তা বহন করছে।

ভোটের দিনে ছুটি ঘোষণা, সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। ভোটগ্রহণের দিনগুলিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে জারি হল অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি। জানানো হয়েছে, আগামী ২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) এবং ২৯ এপ্রিল (বুধবার); এই দুই দিন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে সব সরকারি ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

নবান্নের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, বোর্ড-সহ বিভিন্ন সংস্থা এই ছুটির আওতায় পড়বে। একই সঙ্গে শ্রম দপ্তরকে বলা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রেও কর্মীদের জন্য ওই দিনগুলি বেতন-সহ ছুটি নিশ্চিত করতে, যাতে প্রত্যেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ, যাঁরা কর্মসূত্রে নিজের ভোটকেন্দ্রের বাইরে থাকেন, তাঁরাও প্রাপ্য সুবিধা পাবেন। প্রয়োজনে তাঁদের জন্যও বেতনসহ ছুটির বিধান কার্যকর থাকবে। এমনকী পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, ভোটপর্ব দীর্ঘায়িত হলে ভোটকর্মীদের জন্য বিশেষ ছুটির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, ভোট যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং কেউ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাই প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি ভবন ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেখানে ভোটের আগের দিন এবং প্রস্তুতির সময়ও স্থানীয়ভাবে ছুটি ঘোষণার সুযোগ রাখা হয়েছে। সবমিলিয়ে, ভোটের দিনগুলিকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে নারাজ রাজ্য সরকার।

সম্পাদকীয়

বিরোধীদের মন্তব্য বিপদে ফেলছে মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী ভারতীয়দের

দ্বিতীয় মাসে পড়ল ইরান বনাম ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধ। এর জেরে এখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বসবাসকারী অন্তত ৭ জন ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে বিদেশ নীতির বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে দেশে জ্বালানির প্রবল সঙ্কট মাথায় রেখে এগোতে হচ্ছে কেন্দ্রকে। উপসাগরীয় দেশগুলিতে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তার দিকটিও খেয়াল রাখতে হচ্ছে সরকারকে। কিন্তু মোদি সরকারের যাবতীয় উদ্যোগে জল ঢেলে দিচ্ছে কংগ্রেসের মত কয়েকটি বিরোধী দল। তাঁদের বেফাঁস মন্তব্যে বিপাকে পড়ছেন ওই দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়রা। এটা আর কবে তাঁরা বুঝবেন! এই কথাটা আগেও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কেরলের মাটি থেকে সম্প্রতি তিনি সে কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেশ বর্তমানে একটা আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও কংগ্রেস রাজনীতি করছে। হাত শিবিরের তরফ থেকে এমন রাজনৈতিক মন্তব্য করা হচ্ছে যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবন নিয়ে ঝুঁকি কিন্তু বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের পালটা হামলায় ইতিমধ্যে আবুধাবি এবং সৌদি আরবে একাধিক ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি মিলিয়ে অন্তত ১ কোটি ভারতীয় বাস করেন। যুদ্ধের মধ্যে তাঁরা যেন সুরক্ষিত থাকেন, সেটা নিশ্চিত করতে একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, নিয়মিত যোগাযোগও রাখছেন মোদি। কূটনৈতিক স্তরেও লাগাতার আলোচনা চালাচ্ছে বিদেশমন্ত্রক। কিন্তু কেন্দ্রের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এই যুদ্ধের দিকে এখন সকলের নজর। সেই সংঘাতের প্রভাব যেন ভারতে যতটা সম্ভব কম পড়ে, সেই চেষ্টা করছে সরকার। ওই এলাকায় থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাটা সরকারের প্রধান কর্তব্য। এই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস যে ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করছে সেটা না হলেই ভালো হত। তাঁরা কি ১ কোটি ভারতীয়র জীবন নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে?

শব্দছক ১১৬

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. জন্তু-জানোয়ারদের দল ৩. সৎ বুদ্ধিসম্পন্ন ৬. সমর্থ ৮. পয়মন্ত ৯. মৃদুমন্দ বাতাস ১০. যতি ১২. কুলের শ্রেণী ১৩. আকর ১৪. ধূম্র-সম্বলিত ১৬. মঞ্জিমা-শোভা ১৮. ভীতি ১৯. নির্ভয় ২১. ফাগ ২২. নিঃস্ব

ওপর-নিচ: ১. দোকান ২. একশো হাজারের মূল্যমান ৪. বোষ্টমের ঘরণী ৫. শরীর ৭. বারুণী ৮. চটি-জুতো ১০. আদান-প্রদান ১১. সুরা বা মদ ১৫. সাঁওতালি নৃত্যগীতে ব্যবহৃত বড় মাদল ১৭. একান্ত অনুরক্ত ১৮. ভক্তজনের নিবেদন ২০. নারায়ণ

সমাধান ১১৫ — পাশাপাশি: ১. বিপরীত ৪. জাগ্রত ৬. পদ্ম ৭. খঞ্জন ৮. বান ৯. বাণ ১০. স্তবক ১২. তপন ১৪. লালন ১৫. তরশু ১৭. ঢাকা ১৮. হীন ১৯. কদর ২০. পান ২১. সরমা ২২. কলতান

ওপর-নিচ : ১. বিপর্যস্ত ২. পদ্ম ৩. তখন ৪. জান ৫. তরুণ ৮. বাকল ৯. বানর ১১. বলাকা ১৩. পতন ১৬. শুভানন ১৭. ঢাউস ১৮. হীরক ১৯. কমা ২০. পাতা

আজকের দিন

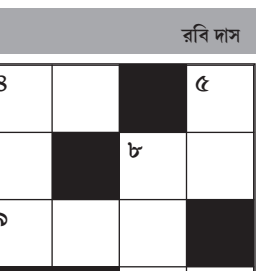

■ **১৯৯০** — ডঃ বি আর আম্বেদকরকে মরণোত্তর পুরস্কার ভারতরত্ন প্রদান করা হয়।

■ **১৯৯৫** — তেহানো গায়িকা সেলেনা কুইন্টানিল্লা-খুন হন।

■ **২০২১** — ফরাসি রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ কোভিড-১৯ রুখতে তৃতীয়বার লকডাউন ঘোষণা করেন।

জন্মদিন

১৯৩৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শীলা দীক্ষিতের জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মীরা কুমারের জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট মডেল নেহা কাপুরের জন্মদিন।

শীলা দীক্ষিত

ক্ষমতার লড়াইয়ে পিষ্ট জনতা প্রশ্নের মুখে শাসনব্যবস্থা

বেবি চক্রবর্তী

বর্তমান ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতি থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক চাপ থেকে সামাজিক অস্থিরতা - সবকিছুর মিলিত প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে - এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এবং রাজনৈতিক দলগুলি আদৌ কতটা আন্তরিক সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে?

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অবস্থান নিয়ে নানা মহলে আলোচনা ও সমালোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত একদিকে আমেরিকার-এর সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে, অন্যদিকে ঐতিহ্যগত বন্ধু দেশ ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থান ও নিষেধাজ্ঞা নীতির প্রভাবে জ্বালানি আমদানিতে জটিলতা তৈরি হয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশের বাজারে গ্যাস ও জ্বালানির দামে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহ ঘাটতি আজ সাধারণ মানুষের কাছে বড় উদ্বেগের কারণ। রান্নার গ্যাসের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক পরিবার বিকল্প জ্বালানির কথা ভাবলেও কয়লার উচ্চমূল্য এবং পরিবেশগত বিধিনিষেধ সেই পথকেও প্রায় অচল করে দিয়েছে। ফলে আধুনিক জীবনযাত্রা বজায় রাখা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামলানো - দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। অন্যদিকে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ক্ষুন্ন হলে যদি যদি আমেরিকা মনে করে ভারত থেকে গুগল - ডেটা তুলে নিতে পারে...! তাহলে ভারতের ব্যাঙ্ক - আইটিতে কোটি কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সল্প সময়ে সমস্ত তথ্য ডেটা- রুদ্ধত্বত্রত্তথাকে। চীন এবং ইরানের মত ভারতের স্বতন্ত্র গুগল- ডেটা- সাইড নেই। আমেরিকা যদি বন্ধ করে তাহলে কোটি টাকার ধস্ নামতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও চিত্রটি কম উদ্বেগজনক নয়। পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কয়লা, বালি, জমি সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠে আসছে। বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুকে সামনে রেখে শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে। অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতীত ভূমিকা, বিশেষ করে দেশভাগ প্রসঙ্গে, এখনও রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। একইভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি -র (মার্কসবাদী) ৩৪ বছরের শাসনকাল নিয়ে যে জনঅসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, তা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সাধারণ মানুষ ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক কাজকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে বা অনেক ক্ষেত্রে পৌঁছাচ্ছে না।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব স্পষ্ট। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা দীর্ঘদিন চাকরির অপেক্ষায় থেকে হতাশায় ভুগছেন। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে পরিবহন, চিকিৎসা - প্রায় সব ক্ষেত্রেই খরচ বেড়ে চলেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও বিভাজনের প্রবণতা উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে সমাজে বিভেদ, দলাদলি ও কখনও কখনও হিংসার ঘটনাও সামনে আসছে। স্বাধীনতার এত বছর পরও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই ধরনের বিভাজন মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা তৈরি করছে।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন আসে, রাজনৈতিক দলগুলি নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি দেয় -

উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ভোটের পরে সেই প্রতিশ্রুতির অনেকটাই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সাধারণ মানুষের একাংশ মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন এবং তা ধরে রাখা, যেখানে জনস্বার্থ অনেক সময়ই দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা খুবই স্পষ্ট -তাঁরা চান স্থিতিশীল প্রশাসন, স্বচ্ছ নীতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের উপর নিয়ন্ত্রণ। পাশাপাশি তাঁরা আশা করেন রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের বিরোধিতা ছাড়াও দেশের ও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করবে।

সব মিলিয়ে এইপরিস্থিতি শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক সংকটের চিত্র তুলে ধরছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, কার্যকর নীতি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা। অন্যথায় সাধারণ মানুষের আস্থা ও ধৈর্য - দুটিই ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত নন, জীবিত — ওঁর কাজে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

তারিখটা রবিবার। অর্থাৎ ২৯.০৩.২০২৬। হ্যাঁ, সেদিনও অফিস ছিল। তবে একটু তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়েছি। খবর দেখতে বসেছি। স্বাভাবিকভাবেই টিভির খবরে এখন রাজনীতির উত্তাপ। ভুল ভাঙল। এ কি! একটি টিভি চ্যানেলে জানতে পারলাম রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত। প্রথমে ধাক্কা লাগলো এটা সেই রাহুল নয়তো! ওনার তো খুব কম বয়স। না, না, না হতে পারে না। তবে কি সত্যি! হ্যাঁ,সন্দেহটা সত্যতা পেলো। হ্যাঁ, এটি সেই রাহুল যে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' এর নায়ক। বাংলা সিনেমায় লাঠিচার্জ হয়েছিল যে সিনেমায়। বাংলা সিনেমা যে ছবিতে এক মাত্রাধিক মাইলেজ পেয়েছিল। বাংলা সিনেমা মানে পেয়েছিল যে সিনেমা। হ্যাঁ, সেই সিনেমার নায়ক -- রাহুল।

শুটিং করতে গিয়েছিলেন 'ভোলে বাবা পার করে গা' ধারাবাহিকের। শুটিং শেষে তালসারিতে সমুদ্রে নেমে তিনি তলিয়ে যান। টেকনিশিয়ান তাকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিক অনুমানে জানা যায় জলে ডুবেই তার মৃত্যু হয়। বয়স ৪২/৪৩ হবে টবে। ইতিমধ্যে পুলিশি ঘটনার তদন্ত শুরু চলছে। জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী তালসারি - উদয়পুর সমুদ্র সৈকতে 'ভোলে বাবা পার কারে গা ' ধারাবাহিকের শুটিং চলছিল। শুটিং শেষ। প্যাক আপের পর সমুদ্র নেমে তলিয়ে গেল রাহুল। তারপর দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ রাহুল। এরপর তার দেহ উদ্ধার করে সন্ধ্যা ৬ টা ১৫ নাগাদ। দীঘার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশের তরফে ডি এসপি জানিয়েছেন পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই লেখা চলাকালীন মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে ময়না তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। আর্টিস্ট ফোরামের তরফে অভিনেতা দিগন্ত বাগচি জানিয়েছেন'--- শুটিং শেষ হওয়ার পর তিনি জলে নামেন। হয় তিনি সাঁতার জানতেন না নয়তো তিনি আটকে পড়েছিলেন বালিতে। এরপর চিৎকার-- রাহুল দা ডুবে যাচ্ছে,রাহুল দা ডুবে যাচ্ছে। আরো জানা যায় যখন তাকে উদ্ধার করা হয় তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু হাসপাতালে দিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই হলো রাহুল ইহলোক থেকে চলে যাওয়ার কাহিনী। আমাদের বাংলা ইন্ড্রাস্ট্রিতে যে কজন ভালো মানের,ভালো জাতের অভিনেতা রয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে রাহুল অন্যতম। রাহুল শুধু একজন অভিনেতা ছিলেন না ছিলেন যথার্থ লেখক। তার প্রচুর ভালো লেখা বই আছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এখনকার তরুণ তুর্কি হিসাবে তার নিপাট বিশ্লেষণ, যুক্তি,তর্ক-বিতর্কের অংশগ্রহণ অর্থাৎ উঠতি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও রাহুল হচ্ছিল অন্যতম ব্যক্তিত্ব। রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াংকা বলেছেন — 'এটি আমাদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখের সময়। এই কঠিন মুহূর্তে আমরা কিছুটা ব্যক্তিগত পরিসর ও গোপনীয়তা কামনা করছি।' শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শোক প্রকাশ করে জানান — 'চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও নাট্যমঞ্চে আজ দুঃখের ছায়া।' আমরা জানি যে ব্রাত্য বাবুর 'অশালীন' নাটকে অভিনয়ে করেছিলেন যা অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। চল্লিশ উদ্ধের এই অভিনেতা অকালে চলে গেলেন ঠিকই কিন্তু আমরা জানি মাত্র তিন বছর বয়সে থিয়েটারের মাধ্যমে তার অভিনয়ে হাতে খড়ি। তিনি ২০০৮ সালে অভিনয়ের জন্য 'আনন্দলোক'পুরস্কার পেয়েছিলেন। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান - মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন পরিবারের পাশে থাকার। প্রশাসনকে সব ধরনের সহায়তার কথা বলেছেন তিনি।

১৯৮৩ সালের ১৬ অক্টোবর জন্ম হয়েছিল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছেলেবেলা থেকে যা হয় আর কি-- বাবার হাত ধরেই প্রথম অভিনয়ে আসা। সম্প্রতি সৌরভ পালোধি পরিচালিত নাটক 'যে জানালাগুলো র আকাশ ছিল' তার অভিনয়ে পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধি দান করেছে। দুই দশকের বেশি টলিউডের কাজ করেছেন তিনি। কি নেই সেখানে। ছোটপর্দা থেকে বড় পর্দা,ওয়েব থেকে শুরু করে নিজের পডকাস্ট সব কিছুতেই ছিল তার অবাধ যাতায়াত 'চিরদিনই তুমি যে আমার 'এই ছবিতে তিনি অভিনয় করে খ্যাতির চরম শীর্ষে পৌঁছে যান। প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে ওই ছবি থেকেই তার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। পরে তার সঙ্গে তিনি গাঁটছড়া বাঁধেন। যদিও মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। নিজের ছেলের কথা চিন্তা করে আবারো তারা একসঙ্গে থাকা শুরু করেন। অর্থাৎ সেই পুরনো জুটি রাহুল প্রিয়াঙ্কা, জীবনসঙ্গী ও। ২০২৫ এর ছবি 'দি একাডেমি অব ফাইন আর্টস ' এ অভিনয় করেছিলেন। তিনি এছাড়াও 'চাকা','আবার আসবো ফিরে','ব্যোমকেশ' 'জ্যাকপট' ' জুলফিকার' সহ অসংখ্য ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। সম্প্রতি 'ভোলে বাবা পার করেগা ' ধারাবাহিকে অভিনয় করছিলেন। আমরা জানি তার এবং স্বেতা মিশ্র রসায়ন দর্শকদের কিভাবে আকর্ষিত করছিল। যার ফলে টি আরপিও মাত্রাধিক বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও তিনি আগে 'হর গৌরি পাইলস হোটেল' ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। দর্শক দেখেছেন তার জনপ্রিয় সিরিজ 'ঠাকুমার ঝুলি'তে তার অনবদ্য অভিনয়। বোঝা যায় ' খেলা ',এক আকাশের নিচে ' এর অভিনেতা আজ কত পরিণত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার সমাজ মাধ্যমে লেখেন 'বিশিষ্ট তরুণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি হঠাৎ আর আমাদের মধ্যে নেই, এই খবর পেয়ে আমি হতচকিত, মর্মাহত ও শোকাহত। কি করে যে কি হয়ে গেল আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল। তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন ও অগণিত অনুরাগীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। রাহুলের এই হঠাৎ চলে যাওয়া বাংলার অভিনয় জগতের জন্য টলিউড ও টেলি উডের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।'এই অপূরণীয় ক্ষতির কথা তেমনভাবে কেউ বিশ্বাসই করতে পারছেন না। অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ,বাদশা মৈত্র থেকে শুরু করে রজতাভ দত্ত, অপরাজিতা আঢ্য,খরাজ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে টলিউডের বিভিন্ন নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং টলি-টেলি অভিনেতারা আজ শোকস্তব্ধ। খবর পেয়ে কলাকুশলীরা তার বাড়িতে যান। শোক প্রকাশ করেন অঞ্জন দত্ত, গৌতম ঘোষ, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়,রাজ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুতরাং একটা প্রাণ চলে গেল,একটা অভিনেতা চলে গেল, একটা মানুষ চলে গেল, একটা লেখক চলে গেল। কিন্তু এই সব চলে যাওয়া কি আদতে সবকিছু হারানো? আমাদের তো তা মনে হয় না। আমাদের তো মনে হয় তিনি ছিলেন,তিনি আছেন, তিনি থাকবেন তার কাজের মধ্যে দিয়ে। জুবিন দার মতোই না ফেরার দেশে একই ভাবে গেলেও রাহুল তুমি জীবিত-- আমাদের মর্মে, আমাদের কল্পনায়, আমাদের ভালবাসায়, আমাদের বিশ্বাসে। আমাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে দু'জনাই এই অল্প বয়সে সেই জলেই কি খুঁজছো! জলের উপরে যে আপামর মানুষের কানে ভেসে আসছে তাদের সাধের চিরদিনের গান -- পিয়া রে..... পিয়া রে.....কাঁদে এই হিয়া রে....।

চর্চাবাসর ১১৫

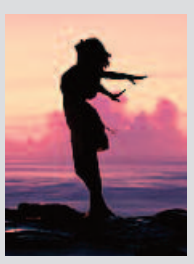

বাংলা শব্দ 'আত্মহারা' (আত্মহারা) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত একটি যৌগিক শব্দ, যা প্রায়শই এমন কাউকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় যিনি 'বিহ্বল', 'মুগ্ধ' বা 'চিন্তা বা আবেগে মগ্ন' থাকেন। একত্রে, আত্মহারা শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ হলো 'যিনি নিজের সত্তা হারিয়েছেন' বা 'আত্মচেতনা হারিয়েছেন', যা প্রায়শই আধ্যাত্মিক বা আবেগগত প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় (যেমন, আনন্দ বা ভক্তিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঝালদায় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জেএলকেএমের পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল সভাপতি গোপাল মাহাতো এবং ঝালদা ১ ব্লকের কুড়মি সমাজের সভাপতি ভদ্রলাল মাহাতো।

'কয়লা চোর হরেরাম'

জামুড়িয়ায় তৃণমূল কার্যালয়ের দেওয়ালে পড়ল পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বীজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের দেওয়ালে পড়ল তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং ও আরও দুই ব্যক্তির ছবি-সহ 'কয়লা চোর হরেরাম' লেখা পোস্টার। সোমবার সকালে দলীয় কার্যালয়ের বাইরে এমন পোস্টার সামনে আসতেই তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর নাম একাধিকবার সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। কখনও তাঁর নামের সমর্থনে দেওয়াল লিখনে গোবরের প্রলেপ পড়েছে, কখনও ভরা জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী, কখনও আবার নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভের মুখে প্রার্থী। তাছাড়াও বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী এবং তাঁর ছেলেকে নিয়ে নিত্যদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী পোস্ট লেগেই রয়েছে। যদিও এসব ঘটনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চক্রান্ত বলেই মন্তব্য করতে দেখা গেছে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক হরেরাম সিং ও দলের কর্মী সমর্থকদের। ঠিক এরই মাঝে ফের 'কয়লা চোর হরেরাম' এমন পোস্টার জামুড়িয়া ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বীজপুর দলীয় কার্যালয়ে পড়ায় শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এমন ঘটনা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির 'চক্রান্ত' বলেই দাবি করে পথ অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মী, সমর্থকেরা। ঘটনা প্রসঙ্গে জামুড়িয়া ব্লক ১ এর সভাপতি সুব্রত অধিকারী জানান, 'এই ঘটনা বিজেপি, সিপিএম এবং এনসিপি দলের যৌথ চক্রান্ত। তারা জোটবদ্ধভাবে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'বিজেপির কিছু ক্যাডার গভীর রাত পর্যন্ত এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় তাণ্ডব করে বেড়ায়। তৃণমূলের উন্নয়নের সঙ্গে না পেরে তারা এ ধরনের কাজ করে বেড়াচ্ছে।' ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ বিজন মুখার্জি। তাঁর কথায়, 'বিজেপির প্রতিটি নেতা এবং কর্মী সমর্থক নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। বিজেপি কখনোই এমন কাজ করেনি এবং এই ধরনের কাজকেও সমর্থন করেন না।' এলাকায় তৃণমূল বিরুদ্ধ এমন কর্মকাণ্ড দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের প্রভাব বলেই দাবি করছেন বিজেপি প্রার্থী।

আসানসোল উত্তরে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। কিন্তু উল্লেখ্য বিষয় হল কোনও মিছিল করে নয়, নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দেশিকা মত নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নিয়ে দুপুর দেড়টা এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষে কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি একজন সনাতনী হিন্দু এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। তাই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের দলের বাকি প্রার্থীরা এদিন মনোনয়ন জমা না দিলেও দলের অনুমতি নিয়ে আমি শাস্ত্র মতে শুভ সময়ে মনোনয়ন জমা দিলাম।' মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কোনও মিছিল করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আগামী মাসের প্রথমেই সমস্ত প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করা হবে।' এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই প্রক্রিয়ায় বহু ভুয়ো ভোটার এবং মৃত ভোটারের নম্বর গেছে। আর সেই কারণেই বিরোধী দলের রাতের ঘুম চলে গেছে।' উল্লেখ্য এদিন মনোনয়নকে কেন্দ্র করে মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বরে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল

ডিলিটেড ও বিবেচনাধীন বিএলওদের নির্বাচনী ট্রেনিং নিতে অস্বীকার, প্রতিবাদ

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ডিলিটেড ও বিবেচনাধীন বিএলও'রা ভোটের ট্রেনিং নিতে অস্বীকার করলো। তা নিয়েই এইআরও ও বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রতিবাদে উত্তাল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকে। ওই ব্লকে মোট ১৯০ জন বিএলও আছেন। ইতিমধ্যে সাপ্লিমেন্ট লিস্ট বেরোনোর পর তাদের মধ্যে ৫ জন বিএলও ডিলিট হয়ে গেছেন। পাশাপাশি ৩০ জন বিবেচনাধীন রয়েছেন। তাদের আগামী ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই নিয়ে তারা ইতিমধ্যে আগেও ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সোমবার খেলাপাতা অরবিন্দ বিদ্যাপীঠে ওদের ট্রেনিং ছিল। সেখানেই তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নামেন। এমনকি ট্রেনিং বাদ দিয়ে বিডিও এইআরও-কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, 'অবিলম্বে আমাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত, নিরাপদ করতে হবে। ভোটার লিস্টে নাম তুলতে হবে।' তাঁরা জানান, এই ব্লকে পাঁচজন ডিলিটেড হয়ে গেছেন। এখনও ৩০ জন বিবেচনাধীন রয়েছেন। অবিলম্বে তাঁদের ভোটার লিস্টের নাম তুলতে হবে, না হলে আমরা ভোটের ট্রেনিং নেব না।' এই নিয়ে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভে নামেন এবং তাঁরা আরও বলেন, 'চার মাস ধরে এসআইআর-এ কাজ করলাম, আর খোদ আমরা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।' বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিপ্লব বসাককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নাম ভোটার লিস্টে না উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভোটের ট্রেনিং নেব না।' এই নিয়ে রীতিমতো ডিলিট, বিবেচনাধীন-সহ মোট ১৯০ জন বিএলও-র ভোটের ট্রেনিং নিতে অস্বীকার করেছেন এবং ট্রেনিং বয়কট করে তারা বিক্ষোভ দেখেন। তারা লাগাতার এই আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিপ্লব বসাক জানান, 'আমরা বিষয়টি দেখছি, বিষয়টি পদ্ধতি মেনে নির্বাচন কমিশনের জানাব। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' পরে সেখান থেকে বেরিয়ে খোলাপোতা চৌমাথায় বিএলও-রা এসে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

হাঁস পালনের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বাড়িতে খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস পালনের জন্য বহরমপুরে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রতি ব্যাচে দশ জন করে মহিলাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মহিলাদের সাবলম্বী করার উদ্যোগে

বহরমপুরের রানিবাগানের কাছাকাছি প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জবালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, 'এর আগে বেশ কয়েক দফায় আমরা হাঁস প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। প্রত্যেক ব্যাচের ১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তাদের ৫টি করে খাকি ক্যাম্বেল প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় এক মাসের খাবার ও সামগ্রী দেওয়া হয়।'

মাখলা শিঞ্জিনীর তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সমারোহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: নৃত্য ও নাট্যচর্চা কেন্দ্র উত্তরপাড়ার মাখলা শিঞ্জিনীর পরিচালনায় তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সমারোহ। এই নৃত্য উৎসব প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় হাস্যকর নাটক 'কনে বিভ্রাট' এরপরে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এবার এই অনুষ্ঠানে ৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিঞ্জিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল ডক্টর কেয়া চন্দ, শিঞ্জিনীর প্রধান পরিচালক তপন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও সহ পরিচালক তন্ময়ী চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি হয় উত্তরপাড়ার গণভবনে। অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব গণেশ বন্দনা, শিব বন্দনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পল্লব বিষ্ণু ও শুভদীপ দে।

রাংতাখালিতে রাম-সীতা পুজোয় ঐতিহ্য আর ভক্তির অটুট বন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ ব্লকের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম রাংতাখালি। দ্বারকেশ্বর নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই শান্ত জনপদ আজও বহন করে চলেছে প্রায় ৯০ বছরের এক ঐতিহ্য। এই গ্রামেই বহু বছর আগে শুরু হয়েছিল ভগবান রাম ও সীতার পুজোপাঠ, যা আজও সমান নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে পালিত হয়ে আসছে। স্থানীয়দের কথায় জানা যায়, সেই সময় এই এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও জনবসতি ছিল খুবই কম। গ্রামের অল্প কয়েকজন মানুষ ভগবান রামের কৃপালাভের আশায় এই পুজোর সূচনা করেন। ধীরে ধীরে সেই পুজোই হয়ে ওঠে গ্রামের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক কেন্দ্রবিন্দু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও ভগবান রামের আশীর্বাদে গ্রামটি ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়েছে বলে বিশ্বাস স্থানীয়দের। বর্তমানে এই পুজোকে ঘিরে গোটা গ্রামজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। প্রায় আটদিন ধরে চলে আরাধনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। যেখানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বাইরের শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। আয়োজিত হয় মেলারও। এই প্রসঙ্গে পুজোর পুরোহিত মনোরঞ্জন সরকেল বলেন, 'এই পুজো আমাদের গ্রামের আত্মা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা এই রীতি পালন করে আসছি। ভগবান রামের আশীর্বাদেই গ্রামবাসীরা আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন।' পুজো কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ঘোরুই জানান, 'আমাদের লক্ষ্য এই ঐতিহ্যকে আরও বড় পরিসরে পৌঁছে দেওয়া।' উল্লেখযোগ্যভাবে, শেষ দিন রথ টানা হয়, যেখানে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং বিরাজমান থাকেন বলে বিশ্বাস করা হয়। ভক্তদের ঢল নামে সেই দিন, আর গোটা গ্রাম উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) আদিত্য কুমার (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রদীপ কুমার, চকদী ওয়ান, শিখপুরা, পো এবং থানা : শিখপুরা, জেলা -শিখপুরা, বিহার, পিন -৮১১১০৫। বীণা দেবী (জামিনদাতা), স্বামী প্রদীপ কুমার চকদীওয়ান, শেখপুরা, পো এবং থানা : শিখপুরা, জেলা -শিখপুরা, বিহার, পিন - ৮১১১০৫। এ/সি নং : ৭৮৪৫৯৮৮৩৫১ খ) টালিগঞ্জ শাখা	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১এ (১১৬০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ১ বারান্দা দোতলায়, উত্তর পূর্ব দক্ষিণ দিকে জি-৪ তলা ভবনে, অবিভক্ত বাস্তু জমি পরিমাপ ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট এর ভাগ অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯৭ রাজা রাম মোহন রায় রোড, এলআর দাগ নং ৪৩৪, এবং ৪৩৪/৯৮৯, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৬১৫ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩ এবং ১১৩৪ এবং সিএস খতিয়ান নং ৩৮, মৌজা-মন্ডলপাড়া, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৯০, তৌজি নং ৮০, পরগনা- মাগুরা, থানা-বেহালা, ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ডাক ঠিকানা : বি৩, জয়শ্রী পার্ক, থানা -বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **স্বত্বাধিকারী : শ্রী আদিত্য কুমার। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া কে এম সি রোড। দক্ষিণে : সি এস প্লট নং ৫২২। পূর্বে : প্লট নং ৪। পশ্চিমে : প্লট নং ২। সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮৫১৬৫৩২৮, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি র ৪০০০৮৩৩৩৩১৫।	ক) ০৫.১০.২০২৫ খ) ২৪.০২.২০২৬ গ) ৩৬,৩৩,০৪২.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) ২৪.০২.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৪.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪এ, রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১৭.০৪.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) **২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শেখ আলতাফ হোসেন,** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার ১, কলকাতা - ৭০০১৪১ কাছ থেকে আদায় করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বা : শেখ আলতাফ হোসেন** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **২. শেখ আলতাফ হোসেন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **৩. শ্রী শেখ আশিক ইকবাল (জামিনদাতা),** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **খ) গার্ডেনরিচ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত তিনতলা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪৫০০ বর্গফুট নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক, অবস্থিত মৌজা- নোয়াপাড়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৭, আরএস নং ৫৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, আরএস দাগ নং ৬৫৫, হোল্ডিং নং সি৪-১৫৪/এ/নিউ, বোগা নোয়াপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২১ মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৬৯৭৫ তারিখ : ২৭.০৬.২০১৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম্যম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪১২ থেকে ৪২২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, আলিপুর, ২০১৪ সালের, **সম্পত্তি শেখ আলতাফ হোসেন এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : আশিক ইকবাল, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : মোজাস্সর নাজর।	**৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) ২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৪৮,৭০,০০০.০০ টাকা (*) (আটচল্লিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা) খ) ৪,৮৭,০০০.০০ টাকা (চার লাখ সাতাশি হাজার টাকা) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50521399431 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭৫৮৫৯ ২৯৩১৫

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.০৪.২০২৬ থেকে ১৬.০৪.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ -২৭.০৩.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) মেসার্স কে জি এন ট্রান্সপোর্ট ২) শ্রীমতি রিজিয়া বিবি ৩) শ্রী আবদুল লতিক শেখ	ক) ২৬,৮০,৮১৭.৪৫ টাকা লোন এ/সি নং 923030026714708, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১১.১১.২০২৫ গ) ২৫.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা -গোয়াস, এলআর প্লট নং ২৮১৭, ২৮১৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৪০৩, ৬৪০৭, এলআর নং জি৬, থানা : ইসলামপুর, জোল : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২৩০৪, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ৩১.০৩.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra — এক পরিবার এক ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস - কলকাতা, ৩, এন. এস. রোড, ম্যাকলিওড হাউস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেইল : zmkolkata@mahabank.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র এর লকার ভেঙে খোলার সাধারণ ইস্যুকৃত নোটিশ

ক্রম নং	শাখার নাম	শাখা বিস্তারিত	লকার নং	লকারধারীর নাম
১	ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র সল্ট লেক শাখা (শাখা, কোড : ১১৮১)	**ঠিকানা :** বিই-৮৪, সেক্টর-১, সল্ট লেক ক্যাটের নিকট, বিধাননগর, ক্যাম্প কলকাতা - ৭০০০৬৪, **নাম:** শ্রীমতি বরাহমিহির রাউত (শাখা প্রবন্ধক) **যোগাযোগ নং - +৯১ ৮০৯৩৩৯০৪২৩। ইমেল আইডি :** Bom1181@bankofmaharashtra.bank.in এবং brmgr1181@bankofmaharashtra.bank.in	১০০২৩৯১৩৬৯১	শ্রী সুস্মিতা ভট্টাচার্য
			১০০২৩৯২৯৫৭৭	শ্রী মনীশ বনসাল এবং বিনোদ কুমার বনসাল
			১০০২৩৯৭৩০১৫	শ্রী কিশিক চৌধুরী এবং সঙ্গীতা চৌধুরী
			১০০২৩৯০০৭৪৯	শ্রীমতি মঞ্জু খাজাঞ্চি এবং শ্রী পঙ্কজ খাজাঞ্চি
২	ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র নিউ আলিপুর শাখা, (ব্রা., কোড ৭৯১)	**ঠিকানা :** ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, ১০২-জি, ব্লক-এফ, ১০৯ জ্ঞান গোস্বামী সরণি, নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩। **নাম :** শ্রীমতি নূপুর ব্রজ নন্দন সিং (শাখা প্রবন্ধক) **যোগাযোগ নং - +৯১ ৯৬০৮৬৭৭০৭২। ই-মেল আইডি :** Bom791@bankofmaharashtra.bank.in এবং brmgr791@bankofmaharashtra.bank.in	১০০১৬৮০৯৭৪	-শ্রী জাতিয়া রানো এবং শালিনী লোহিয়া
			১০০১৬৮৫৪১৮	- শ্রী চাখাইয়ার হরেন্দ্র কুমার এবং অমরেন্দ্র চাখিয়ার
			১০০০৭৫৩৮০৮	শ্রীমতি মালা শাহ
			১০০১৬৮১৬৪৯	শ্রী অর্চ্চনা শূর এবং ব্রিজেশ শূর
			১০০১৬৮০৭৮১	শ্রী বিমলা দেবী খেমকা
			১০০১৬৮০৫৬৬	শ্রী বিশ্বনাথ মান্না
			১০০১৬৭১৮১২	শ্রী নিখিলেশ ব্যানার্জি এবং মায়া ব্যানার্জি
			১০০১৬৭৭৭৭৮	শ্রী সুভাষ দাস এবং তনুজা দাস
			১০০১৬৮১৫২৬	শ্রী কাঞ্চন খেমকা
৩	ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র এমজি রোড শাখা (ব্রা. কোড ৯৪৯)	**ঠিকানা :** ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, বড়বাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, বড়বাজার, ১৪৮ সি আর এভিনিউ, জেলা -কলকাতা, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭ **নাম:** শ্রী শিব আগরওয়াল (শাখা প্রবন্ধক) **যোগাযোগ নং : +৯১ ৭০০৮৮৫৭৪৮৬।** ই-মেল আইডি : Bom949@bankofmaharashtra.bank.in এবং brmgr949@bankofmaharashtra.bank.in	১০০১৩২০৭০৫	শ্রী সুশীল কুমার আগরওয়াল

যেহেতু আপনি, উপরোক্ত লকারধারীরা, লকারের ফি প্রদানে খেলাপি হয়েছেন এবং ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আপনার নিবন্ধিত ঠিকানায় বিভিন্ন নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও শাখার সাথে যোগাযোগ করেননি। অতএব, আপনাকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে শাখার সাথে যোগাযোগ করতে এবং অবিলম্বে ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।
যেহেতু, আপনি বকেয়া পরিশোধ করেননি এবং বকেয়া আদায়ের জন্য সযত্নে ও বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও আপনি এখনও খেলাপি। ফলস্বরূপ, ভাড়া করা লকারের উপর আপনার অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং ব্যাঙ্ক আপনাকে বরাদ্দ করা লকারটি পুনঃদখল করার অধিকারী হলো।
যেহেতু, উক্ত পুনঃদখলের অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক আপনার উক্ত লকারটি দখল করেছে এবং **২৯.০৬.২০২৬** তারিখে (বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৯০ দিন পর) **৩০.০৩.২০২৬** তারিখে আপনার খরচ ও পরিণতির ওপর নির্ভর করে তা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আপনাকে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬, স্থান কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ঠাকুরপুকুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৭.০৪.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী শ্রী সোমনাথ রাজ** গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি প্রিয়াংকা রাজ** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি পদ্মা রাজ** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোমনাথ রাজ** গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী সোমনাথ রাজ** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি প্রিয়াংকা রাজ** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি পদ্মা রাজ** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা।**	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমি পরিমাপ কমবেশি ৬.৬০ শতক, অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম্যম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫স বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫-২০১৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, ১৩.০৩.২০১৫, **সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি। দক্ষিণে : শতক ভূষণ রাজের শালি জমি। পূর্বে : সোমনাথ রাজের পুকুর। পশ্চিমে : সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমির পরিমাপ কমবেশি ২৮ শতক অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা -মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম্যম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮ -২০১৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, ২৮.০২.২০১৪, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি। দক্ষিণে : যতন প্রামাণিকের শালি জমি। পূর্বে : পুকুর। পশ্চিমে : অলোক মন্ডল এর বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৫৪,২৫,০০০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) ৫,৪২,৫০০.০০ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ২০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50331761900 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.০৪.২০২৬ থেকে ১৬.০৪.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭৫৮৫৯২৯৩১৫

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৯.০৩.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই ‘বহিরাগত’ তত্ত্বে উত্তাল ডোমকল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়াল ডোমকল বিধানসভায়। প্রার্থী পছন্দ নয়। যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে তিনি বহিরাগত। এই অভিযোগ তুলেই কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কংগ্রেস কার্যালয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ। অবশেষে দলীয় কার্যালয় থেকে সকলকে বের করে দিয়ে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। চরম অস্বস্তিতে পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘কংগ্রেস জাতীয় বৃহত্তর দল। ক্ষোভ, বিক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে সবকিছু মিটিয়ে নেওয়া হবে। দল যাকে প্রার্থী করেছে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী তাঁর হয়েই প্রচার করবেন।’ ডোমকলে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় নাম এসেছে শাহানাজ বেগমের। মাস দুয়েক আগে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের নির্বাচিত তৃণমূল সদস্য তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কর্মসূত্রে তিনি বহরমপুরে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে বহিরাগত তকমা সেঁটে আন্দোলন শুরু করেছে কংগ্রেস সমর্থকরা। যদিও শাহানাজ বেগম ‘বহিরাগত’ তকমা মানতে রাজি নন। পার্টি অফিসে তালা দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগও অস্বীকার করেছেন। শাহানাজ বেগম বলেন, ‘ডোমকলের পাঁচ নম্বর সারাংপুর পঞ্চায়েতে আমার শ্বশুর বাড়ি। ১৩ নম্বর গরীবপুর পঞ্চায়েতে আমার বাপের বাড়ি। ফলে আমি বহিরাগত এই তথ্য ভুল। তবে দলে ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে। ওরা কেউ খারাপ নয়। ওদেরকে নিয়েই প্রচারে নামব।’

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রবিবার রাতে কংগ্রেসের ২৮৪ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। ২২টি বিধানসভার মুর্শিদাবাদে ১৯টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফরাক্কা, সাগরদিঘি ও বেলডাঙায় প্রার্থীর নাম অপ্রকাশিত। ১৯ আসনের মধ্যে রয়েছে ১৫ জন সংখ্যালঘু মুখ। তিন মহিলা প্রার্থীও সংখ্যালঘু। ডোমকলে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শাহানাজ বেগম। অধীর চৌধুরীর ছত্রছায়া থেকেই শাহানাজের রাজনীতির ময়দানে উত্তোরণ ঘটেছে। শুভেন্দু অধিকারী কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্যদের দল ভাঙিয়ে তৃণমূলে নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ দখল করেছিলেন। তখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি করা হয় শাহানাজ বেগমকে। ২০২৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শক্তিপুর থেকে জেলা পরিষদের আসনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন শাহানাজ। জেলা পরিষদে সভাধিপতির দৌড়েও তিনি এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সভাধিপতি না করে সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাসের ভাতৃবধূ রুবিয়া সুলতানাকে সভাধিপতির আসনে বসায় তৃণমূল। তখন থেকেই দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব জন্মায় শাহানাজ মমতাজের। দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করেন। তৃণমূলের জেলা মহিলা সভানেত্রীর পদ থেকেও শাহানাজকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্রোহী শাহানাজ গত ফেব্রুয়ারি মাসে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে থেকেই ডোমকলে শাহানাজের নাম ভাসছিল। আর তাতেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। রবিবার তালিকা প্রকাশের পরই পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গভীর রাত পর্যন্ত ডোমকলের কংগ্রেস কার্যালয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক সময় বিক্ষুব্ধরা পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন জাফিকুল ইসলাম। জাফিকুলের মৃত্যুর পর ডোমকল কেন্দ্র ফাঁকাই পড়েছিল। উপ নির্বাচন হয়নি। এবার ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন ডেবরার বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। তাঁর বিরুদ্ধেও বহিরাগত তকমা সেঁটে দিয়েছেন স্থানীয় ইমাম মহজ্জেম সংগঠন। এবার একই তকমা জুটল শাহানাজ বেগমের বিরুদ্ধে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী আবুল বাসার বলেন, ‘ডোমকলে স্থানীয় অনেক ভালো কংগ্রেস নেতা রয়েছে। টাকা খেয়ে প্রার্থী করা হয়েছে। আমরা বহিরাগত প্রার্থী শাহানাজকে মানি না। তাই পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।’ ডোমকল টাউন কংগ্রেস সভাপতি সময়ন মণ্ডল বলেন, ‘আমরা বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করে কংগ্রেস দলকে টিকিয়ে রেখেছি। প্রার্থী বদল না করা হলে আমরা ভোট বয়কট করব।’ এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে জেলা কংগ্রেস কীভাবে সকলকে এক ছাতার তলায় আনবে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ কংগ্রেস সমর্থকরা। এবার ডোমকল বিধানসভায় বামেরা আলাদা প্রার্থী দিয়েছে।

বাবা-মাকে ভিডিও করে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী মালদার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোবাইল থেকে বাবা ও মাকে লাইভ ভিডিও করে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার জালুয়াবাথাল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকায়। বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে ভাগীরথী নদীর ধারে ফাঁকা এলাকায় ওই যুবক এভাবে আত্মঘাতী হয়েছেন। পরে বিষয়টি জানতে পেরেই আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশ ব্যবহৃত পাইপ গান এবং মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম আব্দুল জব্বার (২১)। তিনি তাঁর বাবা মোয়াজ্জেম শেখের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিড়ি সরবরাহের পর সরাসরি নানান কোম্পানিগুলিতে রপ্তানি করার কাজ করতেন। আব্দুলরা তিন ভাইবোন। তিনি ছিলেন বাড়ির বড় ছেলে।

মৃতের এক আত্মীয় আব্দুল সালাম জানিয়েছেন, ‘শ্রীরামপুর এলাকার শেখ পুরা মাঠের নদীর ধারে ই এই ঘটনাটি ঘটাই ওই যুবক। তিনি এবং তাঁর বাবা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের দিয়ে বিড়ি বানানোর এবং সেগুলি বিড়ি কোম্পানিগুলিতে সরবরাহ করার কাজ করতেন। তবে ও কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি পেলেন, সেই সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। এদিন আমাদের বাড়ির পাশের সামান্য দূরে ঘটনাটি ঘটে। গুলির বিকট আওয়াজ পেয়েই আমরা ছুটে যাই। এরপর গিয়ে দেখি ভাইপোর রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। পাশে রয়েছে মোবাইল এবং ব্যবহৃত সেই বন্দুকটি। পরে পুলিশ মারফত জানতে পারি মোবাইলে নাকি ভাইপো তাঁর বাবা ও মাকে লাইভ ভিডিও করেই এই গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটায়।’ মৃতের বাবা মোয়াজ্জেম শেখ অবশ্য পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তেমন কিছু পরিষ্কার করে জানাননি। প্রাথমিক তদন্তের পর কালিয়াচক থানার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, মৃত যুবকের বাবা ও মা স্বীকার করেছেন তাঁদের ছেলে মোবাইলে লাইভ ভিডিও করেই মাথায় গুলিয়ে চালিয়ে নিজে আত্মঘাতী হন। এই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাটি নিয়ে মৃতের পরিবারই কোনও কিছু লুকানোর চেষ্টা করছে। কারণ, ওই যুবকের সঙ্গে এলাকারই কোনও এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পর্ক হয়তো তাঁর বাড়ির লোকজন মেনে নিতে চাইছিল না। তাঁকে ঘিরেই চলছিল পারিবারিক বিবাদ। অন্যদিকে ওই তরুণীর বাড়ির পক্ষ থেকেও অন্যত্র বিয়ের চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সব মিলিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেই এরকম ভাবেই আত্মঘাতী হয়েছে ওই যুবক। পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, ‘মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি কোথা থেকে বেআইনি এই আগ্নেয়াস্ত্রটি ওই যুবক পেল সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

তালিকায় নাম না ওঠায় অবসাদে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও নাম ওঠেনি ভোটার তালিকায়। আর সেই ভয়েই আত্মহত্যা করলো কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকন্দরার গ্রামের এক যুবক। পরিবারের পক্ষ থেকে এমনই অভিযোগ তোলা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম খেপা হাজরা (৩৫)। এই ঘটনায় কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। অনুপ্রবেশকারী বলে বৈধ ভোটারদেরও মেরে ফেলছে নির্বাচন কমিশন, অভিযোগ তুলেছেন দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার।

পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম না থাকায় তাঁর নাম বিবেচনাধীনের তালিকায় ছিল। শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও নাম ওঠেনি তাঁর। নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে মানসিক অবসরে ভুগছিল সে। শনিবার তাঁকে দীর্ঘক্ষণ খুঁজে না পাওয়ায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তারপর এলাকার মাঠের পাশ থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতলে ভর্তি করেন। হাসপাতাল থেকে জানা যায়, তিনি বিষ খেয়েছেন। দু’দিন ধরে চিকিৎসা চলার পর সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রী বৃন্দা হাজরা দাবি করেন, তাঁর স্বামী দিনমজুরের কাজ করতেন। কিন্তু যেদিন থেকে নাম ওঠেনি ভোটার তালিকায় সেদিন থেকে আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। ভালো করে খাওয়া দাওয়াও করছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে বলেন,‘অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী বলে বলে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। যাদের বৈধ নথি রয়েছে তাঁদেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন।’ অন্যদিকে পাল্টা জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন,‘অন্যান্য রাজ্যেও এসআইআর হয়েছে। কোথাও এরকম ঘটনা ঘটেনি। এ রাজ্যে তৃণমূল মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সেই জন্যই এরকম ঘটনা ঘটছে। মানুষের কাছে আবেদন, যাতে কেউ অযথা ভয় না পায়। তাদের নাম তালিকায় উঠবে ঠিকই। সেই জন্য নির্বাচন কমিশন কাজ করছে।’ কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আরামবাগে প্রফুল্লচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কংগ্রেসের ভোটযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে ভোট প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল কংগ্রেস প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আরামবাগ মহকুমায় জোরকদমে প্রচার শুরু করল কংগ্রেস। প্রচারের সূচনায় ঐতিহ্য বজায় রেখে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মূর্তিতে মাল্যদান করেন দলের প্রার্থীরা। এরমধ্য দিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। এবার আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন সুশীল সাঁতরা, গোঘাটে হারাধন সাঁতারা, খানাকুলে প্রদ্বীপ কুমার কর এবং পুরশুড়ায় হাবিবুর রহমান। প্রত্যেক প্রার্থীই নিজেদের এলাকায় সক্রিয় প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল কংগ্রেস। তবে এবারের নির্বাচনে তাঁরা এককভাবে রাজনৈতিক ময়দানে নেমেছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই সিদ্ধান্তে কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও ভালো সাড়া মিলছে। আরামবাগের কংগ্রেস প্রার্থী সুশীল সাঁতরা বলেন, ‘মানুষ পরিবর্তন চায়। আমরা মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যার সমাধান করতে চাই। বেকারত্ব, কৃষক সমস্যা এবং মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। এবার মানুষ কংগ্রেসকেই সুযোগ দেবে বলে আমরা আশাবাদী।’ বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মূর্তিতে মালা দিয়ে প্রচার শুরু করলাম। গোঘাটের প্রার্থী হারাধন সাঁতারা জানান, ‘গ্রামের মানুষের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা উন্নয়ন ও স্বচ্ছ রাজনীতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে লড়াই করছি।’ খানাকুলের প্রার্থী প্রদ্বীপ কুমার কর বলেন, ‘এলাকার রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার উন্নয়ন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। মানুষের আস্থা অর্জনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।’ পুরশুড়ার প্রার্থী হাবিবুর রহমানের কথায়, ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়নমূলক রাজনীতি করতে চাই। সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে চাই আমরা।’ এদিন যুব কংগ্রেস নেতা বলেন, ‘যুব সমাজ আজ হতাশ। কর্মসংস্থানের অভাব এবং দুর্নীতিতে মানুষ অতিষ্ঠ। আমরা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছি এবং মানুষকে বোঝাচ্ছি যে বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি। তরুণ প্রজন্ম এবার পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে।’

সিউড়ি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক গুনাপাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখছেন সিউড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো শতাব্দীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনের রোড শোয়ে হাজির হন সাংসদ শতাব্দী রায়। হাজির ছিলেন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী, সমর্থক। এদিন বিজেপি এবং সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয় বেশ কয়েকজন। জামালপুরের তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে জামালপুরে রোড শো এ হাজির তৃণমূল সাংসদ এবং অভিনেত্রী শতাব্দী রায়। জামালপুরে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের উদ্যোগে রোড শোয়ে হাজির হয়েছিলেন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী, সমর্থক। রোড শো শেষ হওয়ার পর কাড়ালাঘাট মোড়ে পথসভা হয় সেখানে বক্তব্য রাখেন শতাব্দি রায়, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিক-সহ অন্যান্যরা। এদিন শতাব্দী রায় মঞ্চে বক্তব্যে প্রথম থেকেই বিজেপির সমালোচনা করেন। বলেন, ‘ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে। সেই ফাঁদে পা দেবেন না। ধর্ম সবার নিজস্ব। সেই ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্ব সবার নিজের। এটা রাজনীতির বিষয় নয়।’

মালদায় বাতিল ভোটারদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তেই মালদার মোথাবাড়ি ও রতুয়া এলাকায় কয়েকশো গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে সামিল হলেন। এমনকি দুটি এলাকায় রাজ্য সড়কের টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান ডি-ভোটারের তালিকায় থাকা কয়েকশো মানুষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু পুলিশের সামনেই অবরোধ বিক্ষোভ চলতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কারোর পূর্ব পুরুষের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। আবার এসআইআর-এর শুনানিতে যাবতীয় নথি জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সেই তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে। সোমবার এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে সাপ্লিমেন্টারি প্রকাশিত হতেই মোথাবাড়ি ও রতুয়া এলাকার বিধানসভা কেন্দ্রে কয়েকশো বাদের তালিকায় থাকা ভোটারেরা এই অবরোধ বিক্ষোভ সামিল হন। সোমবার সকাল ১১টা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পটলডাঙা-সহ দুই জায়গায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন মহিলা এবং পুরুষেরা। আন্দোলনে সামিল হন সংশ্লিষ্ট বিধানসভার মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরপুর ও দক্ষিণ মুন্সিটোলা গ্রামের বাসিন্দারা। অন্যদিকে, চাঁচল মহকুমার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পরানপুর স্ট্যান্ডের কাছে মালদা-চাঁচল রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন শতাধিক বাদের তালিকায় থাকা ভোটারেরা। এদিন সকাল ন’টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত একটানা চার ঘণ্টা এই বিক্ষোভ অবরোধ চলে। এদিন বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুরের প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সি। তিনি বলেন, ‘বৈধ ভোটারদের হয়রানি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির কথাতে চলছে। তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘বৈধ ভোটারদের নাম কখনোই বাদের তালিকায় থাকবে না। আর তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তার কোনও ভিত্তি নেই।’

বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্রর সমর্থনে পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপির মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির নেতৃত্বে বিজেপির বিজয় শঙ্খনাদ মিছিলে জন প্লাবন। সোমবার পাণ্ডবেশ্বর এর পেট্রোল পাম্প থেকে পাণ্ডবেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত মহা মিছিলের আয়োজন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এদিনের মিছিলে স্বস্ত্রীক জিতেন্দ্র তেওয়ারি পা মেলান। এদিনের হাজার হাজার বিজেপি কর্মী, সমর্থক তাঁদের প্রার্থীর সঙ্গে হাঁটেন। বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের মিছিল থেকে বিজেপির প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি জানান, ‘আজকের এই জন প্লাবন ভোটের কী ফল হতে চলেছে সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে। এবারের ভোটে জয়লাভ করে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের উন্নতিতে এগিয়ে যেতে চাই।’ দলের কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘ভোটে জয়লাভ করে বিজয় মিছিলের পর কোনও হিংসা নয়। কোনও তৃণমূল কর্মী, সমর্থকের উপর হামলা নয়।’

দলের প্রার্থীকে হারাতে উদ্যত খোদ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, মন্তব্য হুমায়ুন দলের প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: ভোটের প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির মনোনীত প্রার্থী বাবান ঘোষ। তিনি বলেন, ‘কালোবাজারি সাম্রাজ্য চালাচ্ছে তৃণমূল, তৃণমূলের বিধায়ক নিজেই তৃণমূলকে হারাতে গোপন আঁতাত চালাচ্ছে।

তৃণমূলের যিনি প্রার্থী হয়েছেন। তিনি প্রচারে বেরিয়ে লোকজনের কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়াও পাচ্ছেন না। তাই তৃণমূল এবার পূর্বস্থলীতে হারছে।’

তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বাবান ঘোষের নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক দলীয় কর্মী তামাঘাটা গ্রামে ভোট প্রচারে বের হন। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির পূর্বস্থলী উত্তরের প্রার্থী, তথা হুমায়ুন কবিরের মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য স্লোগান ওঠে। একটি ধর্মীয় মন্দিরে প্রার্থনা করার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে জনসংযোগ তৈরি করেন বাবান ঘোষ। এরপরেই তিনি পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ও প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের ভিতরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে হারাতে উঠে পড়ে লেগেছে। এক গোষ্ঠীর নেতা টিকিট পায় নি বলে এখন ঘরে বসে কিভাবে তাঁদের প্রার্থীকে হারানো যায়। সেই পরিকল্পনা করছে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘পূর্বে যিনি বিধায়ক ছিলেন। তাঁর বিশাল তোলাবাজির সাম্রাজ্য ছিল। এখন তাঁর দাপট কমে যাওয়ার ভয়েই অন্য গোষ্ঠীর প্রার্থীকে হারাতে পরিকল্পনা করছে নিজেরাই। তৃণমূলের ভিতরে এখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।’ যদিও এই সমস্ত মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের কোনও মাথা ব্যাথা নেই বলেই স্পষ্ট দাবি জেলা নেতৃত্বের। প্রচারে আসার জন্য অনেকে অনেক কিছুই বলবে। মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দেবে বলে তৃণমূল দাবি করে।

হুগলিতে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হয়রানি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার চুঁচুড়া ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছে অফলাইনে আবেদন করার কাজ। সেখানেই চরম বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হাইকোর্টের গঠন করে দেওয়া ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে সেই সব ভোটারদের। চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরেও বিভিন্ন জেলায় বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। এতদিন ধরে শুনানি কেন্দ্রে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছিল জেলায় জেলায়। এবার ট্রাইব্যুনালে সামনে লাইন। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হয়রানি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অনেকেই। কমিশনের নির্দেশে অনলাইন এবং অফলাইনে ট্রাইবুন্যালে আবেদন করা যাচ্ছে। আবেদন করতে আসা সাধারণ মানুষ জানান, সকাল থেকে রোদ্দুরে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য মানুষ। স্টেডিয়ামের বাইরে লম্বা লাইন করে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এক ভোটার বলেন, ‘সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে গেলেও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।’ বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করায় পরে স্টেডিয়ামের ভেতরে লাইনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। বৃদ্ধ মানুষদেরও এ দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেকেরই দাবি, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল। কেউ কেউ আবার তাঁর আগে থেকে ভোট দিচ্ছেন বলে দাবি। গত নির্বাচনেও ভোট দিয়েছেন। অথচ তাঁদের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। কারও আবার বাবা-মায়ের নাম উঠলেও সন্তানের নাম ওঠেনি বলে অভিযোগ। যদিও কমিশনের আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাননি।

গ্রামীণ হাওড়ায় ফ্যাক্টর হতে পারে আশা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় আশাকর্মীরা এবারের নির্বাচনে ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহল মহল। জানা গিয়েছে, হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় কয়েক হাজার আশা কর্মী রয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আশা কর্মীরা সরকারের কাছে একাধিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করে। বেতন বৃদ্ধি কিছুটা হলেও আশা কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি কর্মচারীর তকমার জন্য আন্দোলন করছেন। বলাই বাহুল্য আশা কর্মীদের সংগঠনের নেপথ্যে রয়েছে এসইউসিআই। বিধানসভা নির্বাচনে এবার উলুবেড়িয়া মহকুমা এলাকার সাতটি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটিতে প্রার্থী দিয়েছে। বাগনান, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, আমতা, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে এসইউসিআই। ফলে এই সব বিধানসভা এলাকার আশাকর্মীরা এবার ভোটে ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এসআইআরে বিধানসভা ভিত্তিক হাজার হাজার নাম বাদ যাওয়ায় একটি ভোট ও দামী বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এসইউসিআই মদতপুষ্ট আশা কর্মীদের সংগঠন ও তাদের সদস্যরা এবারের ভোটে ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার উলুবেড়িয়া প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এসইউসিআই নেতৃত্ব মিনতি সরকার, নিখিল বেরা প্রমুখ।

ডাম্পারের ধাক্কায় আহত যুবক

ক্ষোভে বালিঘাটের একাধিক লরিতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের তিরাটে একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বালি ঘাটে। উত্তেজিত জনতা একাধিক বালি বোঝাই ডাম্পারে আগুন লাগিয়ে দেয়। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে বছর ৪৫-এর অবিনাশ মুর্মু নামে এক সাইকেল আরোহী রাস্তা পারাপার করছিলেন। সেই সময় বালি বোঝাই একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। গুরুতর আহত হন অবিনাশ। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই দুর্ঘটনার সময় রানিগঞ্জে প্রচার করছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা তথা এবারের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন। বালি কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন অগ্নিমিত্রা। তিনি দাবি করেন, এলাকায় অবৈধ বালি

কারবার চলছে। দুর্ঘটনার শিকার ওই ব্যক্তির পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ-সহ একটি চাকরি দেওয়ার দাবিও জানান তিনি। এরমধ্যে কে বা কারা বালি ঘাটে গিয়ে বেশ কয়েকটি বালি বোঝাই ডাম্পারে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তিরাট এলাকায়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বেছে বেছে নাম বাদ, দুর্গাপুরে অবরোধ বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: গরীব মানুষদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সিপিএম। নেতৃত্ব দিলেন জামুড়িয়ার সিপিএম প্রার্থী ঐশী ঘোষ। আধ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলে অবরোধ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিপিএম কর্মী, সমর্থকরা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে কাজ করছে। যারা এই দেশের বৈধ নাগরিক তাঁদের নামও বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে বিপাকে ফেলা হচ্ছে।’ সিপিএম প্রার্থী ঐশী ঘোষ অভিযোগ তোলেন,’দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যের ৬০ লক্ষ মানুষের নাম বিবেচনাধীন। তারা এখন কোথায় যাবে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন একজনের নাম বাদ দিতে দেব না। কিন্তু উনি তো এখন হেলিকপ্টারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছুই করতে পারছেন না।’

পিছিয়ে পড়া স্কুলে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: আজ বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে লায়ন্স ক্লাব বর্ধমানের সহযোগিতায় তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ৩০০ ছাত্রছাত্রী ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চক্ষু পরীক্ষা করায়। এই বিষয়ে তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল কুমার খাঁ জানান, ‘এই চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে দিন আনি, দিন খাওয়া যে সমস্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা আছে, তারা বিশেষ উপকৃত হয়েছে। এবং এই শিবিরের থেকে একশোর উপরে ছাত্র-ছাত্রী তাদের চোখের বিভিন্ন অসুবিধের বিষয় ধরা পড়েছে এবং তাদের প্রত্যেক বুধবার যে লাইন্স ক্লাবে চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয় তাতে চিকিৎসা করাবার জন্য যেতে পারবে। প্রয়োজনে তাদের চশমাও দেওয়া হবে বিনামূল্যে।’

তিনি আরও জানান, বর্ধমান সহযোদ্ধার এই প্রকারের উদ্যোগ এতে করে পিছিয়ে পড়া এলাকার যে সমস্ত বিদ্যালয়ে আছে, তাদের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উপকার হবে। আগামী দিনেও এরকমের চিকিৎসা পরিষেবা তাদের বিদ্যালয় করতে চান। এ বিষয়ে অভিভাবকরা জানিয়েছেন, তারা ঠিকমতো হয়তো চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারেন না তাদের ছেলেমেয়েদের, চোখের দৃষ্টি তাদের যাতে ভালো থাকে তার জন্য এই ধরনের শিবিরে তারা উপকৃত। চিকিৎসা পরিষেবার শিবিরে উপস্থিত থেকে বর্ধমান সহযোদ্ধার পক্ষ থেকে গীতা দাস এবং প্রীতম সাহা জানান, ছাত্রছাত্রীরা বিকেল চারটে পর্যন্ত তাদের চক্ষু পরীক্ষা করানো হয়।

দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার কাশ্মীরের লস্কর নেতা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: দিল্লিতে ফের বড়সড় জঙ্গি হামলার ছক বানচাল! নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি শাব্বির আহমেদ লোন। জানা যাচ্ছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ দিল্লির সীমান্ত থেকে এই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রেপ্তার হওয়া এই জঙ্গি পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর নির্দেশে বাংলাদেশ থেকে একটি লস্কর মডিউল তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে রক্তাক্ত করা। ভারতে কোথায় কোথায় তাদের হামলার ছক ছিল, সঙ্গে কারা ছিল, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে খবর।

দিন কয়েক আগে লস্করের সঙ্গে যুক্ত একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ, গোয়েন্দা। ওই গোষ্ঠী দিল্লি এবং আশপাশের এলাকায় সক্রিয় ছিল। সূত্রের খবর, ওই গোষ্ঠী দিল্লি এবং কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় দেশ-বিরোধী পোস্টার লাগিয়েছিল। সেই গোষ্ঠীর সূত্র ধরেই লোনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশে ডেরা ছিল লোনের। সেখানে বসেই লস্করের ভারত-বিরোধী কাজকর্ম চালাতেন। আর সবটাই করতো পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের নির্দেশে। অভিযোগ, বাংলাদেশে বসে সেখানকার তরুণদের লস্করে জঙ্গি হিসাবে নিয়োগ করাতো। ভারতে যে বাংলাদেশের নাগরিকেরা বেআইনি ভাবে বসবাস করতেন, তাঁদেরও সন্ত্রাসের কাজে লাগাতো লোন।

গোয়েন্দাদের সূত্র বলছে, দু'দশকের বেশি সময় ধরে লস্করের সঙ্গে যোগ রয়েছে লোনের। মুজফ্ফরাবাদে জঙ্গি শিবিরে তাঁর প্রশিক্ষণ হয়েছিল বলেও খবর। 'দওড়া-এ-আম' (প্রাথমিক) এবং 'দওড়া-এ-খাস' (উচ্চ পর্যায়ের), দু'ধরনের প্রশিক্ষণই তাঁর হয়েছিল। ২০০৭ সালে অস্ত্র-সহ লোনকে প্রথম বার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার কাছে ছিল একে-৪৭-এর মতো অস্ত্রও। আধিকারিকেরা জানিয়েছিলেন, লস্করের কমান্ডার জাকি-উর-রহমান লাকভি, জামাত-উদ-দাওয়া এবং ২৬ নভেম্বরের মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের সঙ্গে যোগ ছিল তার।

২০১৮ সাল পর্যন্ত তিহাড় জেলে ছিলো লোন। তার পরে জামিনে ছাড়া পায়। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, তার পরে সে বাংলাদেশে চলে যায়। সেখানে লস্করের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। সদস্যদের নিয়ে ভারতে হামলার ছক কষতে থাকে। পাকিস্তানের হ্যান্ডলারদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতো সে।

জ্বালানির চাহিদা মেটাতে কেরোসিন বণ্টনে জোর কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: ঘর-গৃহস্থালিতে জ্বালানির জোগান সুনিশ্চিত করতে আপাতত কেরোসিন বণ্টনে জোর দিতে চাইছে কেন্দ্র। রবিবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, দেশের ২১ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা থেকে কেরোসিন মিলবে। এর আগে কেরোসিন-মুক্ত বলে চিহ্নিত এলাকাগুলিতেও এই বণ্টন ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এই ২১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গোয়া, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ থাকলেও নেই পশ্চিমবঙ্গের নাম। মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রতি জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পরিচালিত দু'টি পাম্পে সর্বোচ্চ ৫০০০ লিটার কেরোসিন রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। সেখান থেকে কেরোসিন নিতে পারবেন এজেন্ট এবং ডিলাররা। প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা অনুমতি থাকা গাড়িগুলিকে কেরোসিন নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ছাড়পত্র নিতে হবে না। প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ চলার কারণে দেশে এলপিজি (রান্নার গ্যাস)-র সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের ৬০ শতাংশই অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয় ভারতকে। আমদানিকৃত গ্যাসের ৮৫-৯০ শতাংশই আবার আসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে। এই পরিস্থিতিতে গৃহস্থালিতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সুলভে কেরোসিন পাওয়ার ব্যবস্থাও করতে চাইছে কেন্দ্র।

বিধান পরিষদের সদস্যপদ ছাড়লেন নীতীশ কুমার

পাটনা, ৩০ মার্চ: বিধান পরিষদের সদস্যপদ ছাড়লেন জেডিইউ নেতা তথা বিহারের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সোমবার বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিনিধি মারফত ইস্তফাপত্র জমা দেন নীতীশ। সোমবার বিধায়কপদে ইস্তফা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনও। গত ১৬ মার্চ নীতীশ এবং নিতিন, দু'জনেই বিহার থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সোমবার প্রতিনিধি মারফত ইস্তফাপত্র জমা দেন বিহারের বাঁকিপুরের বিধায়ক নিতিনও। বিধান পরিষদের সদস্য সঞ্জয় গান্ধি বিহারের পরিষদীয়মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নীতীশের ইস্তফাপত্র চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেন। আর বিহারের বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি নিতিনের ইস্তফাপত্র জমা দেন বিধানসভার স্পিকারের কাছে। নিয়ম অনুযায়ী, কেউ যদি একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন, তা হলে ১৪ দিনের মধ্যে যে কোনও একটি থেকে তাঁকে ইস্তফা দিতে হবে। সেই হিসাবে সোমবারই নীতীশ এবং নিতিনকে ইস্তফা দিতে হত।

বিধান পরিষদের সদস্যপদ ছাড়লেও এখনও মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি নীতীশ। বিহারের পরিষদ বিষয়ক মন্ত্রী বিজয়কুমার চৌধরি জানিয়েছেন, যথাসময়ে নিয়ম মেনে ইস্তফা দেবেন নীতীশ। মুখ্যমন্ত্রী পদে নীতীশের উত্তরসূরি কে হবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে আমেরিকার সঙ্গে বসব না: তেহরান

তেহরান, ৩০ মার্চ: শোনা যাচ্ছে, আমেরিকা-ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতা করবে পাকিস্তান। এমনকী সেদেশেই হতে পারে শান্তিবৈঠক! রবিবার ইসলামাবাদ আবারও জানিয়েছে, তারা তাদের মাটিতে আলোচনার আসর বসাতে প্রস্তুত। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে ইরান জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের কোনও আলোচনায় তারা বসছে না। ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত সোমবার জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে কোনও সরাসরি কথা নয়। মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে অযৌক্তিক সব দাবি উঠতে শুরু করেছে। তাঁর কথায়, 'আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। পাকিস্তানের বিষয়টা তাদের নিজস্ব বিষয়, আমরা তাতে অংশগ্রহণ করব না। যুদ্ধ থামাতে স্থানীয় আহ্বানকে স্বাগত। কিন্তু যেন মনে রাখা হয় কারা এটা শুরু করেছিল।' উল্লেখ্য, রবিবার সৌদি আরব, তুরস্ক এবং মিশরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসলামাবাদে বৈঠকে বসেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার। আর এরপরই সোমবার এমন মন্তব্য করে ইরান বুঝিয়ে দিল তারা আদৌ আগ্রহী নয়। ২৬ দিনের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে ইরানকে যে ১৫ দফা শর্ত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সূত্রের খবর, ট্রাম্প প্রশাসনের ওই প্রস্তাব পাকিস্তানই পৌঁছে দিয়েছিল ইরানের কাছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে হঠাৎই গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী হয়ে উঠেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। এদিকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর আগেই পরোক্ষে পাকিস্তানকে খোঁচা দিয়ে জানিয়েছেন, ভারত ইরান ও আমেরিকার মধ্যে দালালি করবে না।

ময়দান

বিশ্বমানের অ্যাকাডেমি ও আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনায় এগোচ্ছে সিএবি

আইপিএলের আবহেও সিএবির অ্যাপেক্স বৈঠক, ডুমুরজলায় গড়ছে বাংলার ক্রিকেটের নতুন দিশা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আইপিএলের ঝলমলে আবহে নির্বাচনের কারণে ইডেন গার্ডেন্স খুব বেশি ম্যাচ না পেলেও, তাতে দমে নেই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)।বরং এই সময়কেই কাজে লাগিয়ে বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ গড়ার রূপরেখা আরও স্পষ্ট করে তুলছেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।শুক্রবার সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সেই ছবিই উঠে এসেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব রায়, সুরজিৎ লাহিড়ি (জ্যাক), সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জয়দীপ মুখার্জি সহ অন্যান্য কর্তারা। বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে হাজির ছিলেন সিএবি অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। এই বৈঠকের মূল আকর্ষণ ছিল হাওড়ার ডুমুরজলায় প্রস্তাবিত 'ক্রিকেট সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' প্রকল্প। প্রায় ৯ একর জমির উপর গড়ে তোলা হবে এই আধুনিক কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই ঠিকাদারি সংস্থার তরফে প্রকল্পের নকশা উপস্থাপন করা হয়েছে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যদের সামনে।পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে থাকবে অত্যাধুনিক জিমনেশিয়াম, উন্নত ড্রেসিংরুম, সুইমিং পুল, পাশাপাশি ইন্ডোর ও আউটডোর প্র্যাকটিসের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, তৈরি হবে আধুনিক ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারও। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য এই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার ক্রিকেট পরিকাঠামোর ঘাটতি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ডুমুরজলার এই উদ্যোগকে ভবিষ্যতের বড় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে ক্রিকেটমহল। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে আসছেন, আর এই প্রকল্প সেই লক্ষ্যেরই প্রতিফলন। এছাড়াও ভবিষ্যতে ইডেন গার্ডেন্সের সংস্কার এবং নতুন স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে সিএবির ভাবনায়। জানা গিয়েছে, ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের পরই ইডেনের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হতে পারে। সব মিলিয়ে, বিতর্ক-সমালোচনা থাকলেও কাজের গতিতে কোনও ভাটা পড়তে দিচ্ছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ডুমুরজলার এই প্রকল্প শুধু একটি অবকাঠামো নয়, বরং বাংলার ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক মানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দিকে এগোচ্ছেন বাংলার মহারাজ।

দাদার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া-বধ, স্মৃতিচারণে আবেগঘন বই উদ্বোধন

কলকাতা: ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে ২০০১ সালের ইডেন টেস্ট শুধুই একটি জয় নয়, এটা ছিল বিশ্বসেরার লড়াইয়ের এক অমর কাব্য। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্ভীক অধিনায়কত্বে ফলো অন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সেই অলৌকিক কাহিনি আজও রোমাঞ্চ জাগায় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। সেই ঐতিহাসিক জয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ বই প্রকাশ করল স্পোর্টস স্টার। শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যেন ফিরে এল সেই নস্টালজিয়ার দিনগুলো। উপস্থিত ছিলেন 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সিএবি অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য সুরজিৎ লাহিড়ি, সৌমেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ২০০১ সালের সেই ম্যাচে ভিভিএস লক্ষ্মণের 'ভেরি ভেরি স্পেশাল' ২৮১ রানের ইনিংস, রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গ এবং হরভজন সিংয়ের ঐতিহাসিক হ্যাটট্রিক;সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল এক অবিশ্বাস্য গল্প। ফলো-অন করা অবস্থায় থেকেও অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ভারতীয় দল যেন ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছিল। এই বই প্রকাশের মাধ্যমে সেই অমর অধ্যায়কে আবার নতুন করে স্মরণ করা হল। বক্তাদের কথায় উঠে এল সাহস, বিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাসের সেই অনন্য মেলবন্ধন, যা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

বাতিল বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), খড়গপুর কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর (I) জিইএম/২০২৬/বি/ ৭৩৫৪৪৮৭** প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হয়েছে। উপরোক্ত ই-টেন্ডার নোটিশটি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। ই-টেন্ডার নোটিশের বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

(PR- 1362/C)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৩/২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৫.০৩.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারি লাইসেন্সধারী বৈদ্যুতিক ঠিকাদার যাঁদের নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা আছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৩/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** ডিজেল জেনারেটিং সেট, ক্ষমতা ঃ ১০১০ কেভিএ, ইঞ্জিন পাওয়ার ঃ ৮৫০ কেডব্লু, ইঞ্জিন ক্ষমতা ঃ ৩১৮০০ সিসি তৎসহ কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি টার্নকীর ভিত্তিতে। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ৪৬,৫০,৩১৫.৯০ টাকা (জিএসটি এবং সকল অন্যান্য কর/চার্জ সহ)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৯৩,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ও পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে **১৭.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টের** মধ্যে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব দাখিল করা হলেও গৃহীত হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

MISC-428/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে

শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৬.০৫.২০১৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	CIN: U70102WB2015PTC206242
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি থাকে) ঠিকানা	৩৭, শেক্সপীয়র সরণি, এস বি টাওয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৭
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	২৬.১০.২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২৪ মার্চ ২০২৬ (অর্ডার কপি গৃহীত হয়েছে ২৭ মার্চ ২০২৬)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত লিকুইডেটরের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নারায়ণ আগরওয়াল, আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং** IBBI/IPA-001/IP-P00288/2017-18/10532
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ব্লক - মারিনা সিদ্ধা ইডেন লেক ভিলে, ৫৬১ বনহুগলি আরাবেল লেন, বনহুগলি আইএসআই, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ **ইমেল : narayan4379@rediffmail.com**
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ব্লক - মারিনা সিদ্ধা ইডেন লেক ভিলে, ৫৬১ বনহুগলি আরাবেল লেন, বনহুগলি আইএসআই, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ **ইমেল : cirp.sovastores@gmail.com**
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৩.০৪.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ২৪.০৩.২০২৬।
শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৩.০৪.২০২৬ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট দফা **নং ১০**-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী নারায়ণ আগরওয়াল
লিকুইডেটর
শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00288/2017-18/10532

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৩.২০২৬

Institute of Co-Operative Management for Agriculture & Rural Development,
ICMARD Building, 3rd Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

e-Tender inviting Quotations from reputed Companies/Firms/OEMs having sufficient experience and adequate credentials for Supply, Installation, Testing & Commissioning of Addressable Fire Fighter Telephone System at ICMARD Building, located at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067, has been issued under **Memo No. 2137/Admn./25-26/971 dated March 19, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1023327_1**. The last date for submission/uploading of Bid through online is **April 16, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

Sd/-
Principal, ICMARD

March 19, 2026

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, Adventz Infinity@5, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর -৫ বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১, CIN-L65921WB1989PLC047091
ই-মেল -npr1@nprfinance.com ফোন নং - ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০ ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
দ্বিতীয় ১০০ দিনের অভিযান -"সক্ষম নিবেশক" কেওয়াইসি এবং সম্পর্কিত হালনাগাদ এর জন্য এবং শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিতকরণ অপ্রদত্ত/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড আইইপিএফ তে স্থানান্তর প্রতিরোধের জন্য।

এতদ্বারা এনপিআর ফিনান্স লি. এর শোয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ) এর পত্র (কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.nprfinance.com) উপলব্ধ অনুযায়ী আপনার কোম্পানি ০১.০৪.২০২৬ থেকে ০৯.০৭.২০২৬ পর্যন্ত সময়ে "সক্ষম নিবেশক" দ্বিতীয় ১০০ দিনের অভিযান শুরু করছে।
সংশ্লিষ্ট প্রচার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল শেয়ারহোল্ডারগণকে যাদের ডিভিডেন্ড অদাবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, তাদের কেওয়াইসি হালনাগাদ এবং সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্যোগ নিতে। প্রচার অভিযান সংশ্লিষ্ট ক) উদ্যোগ গ্রহণের সচেতনতা, খ) সময়ে ডিভিডেন্ড প্রক্রিয়াকরণ, গ) অনাকাঙিখত স্থান্তান্তর রোধ, ঘ) সরাসরি দাবি সমাধান নিয়ে সচেতন করা।
আরও , শেয়ারহোল্ডারগণ যারা কেওয়াইসি এবং অন্যান্য বিস্তারিত হালনাগাদ করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে কেওয়াইসি বিস্তারিত নথিভুক্ত/হালনাগাদ ক) ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার অধিকার করে থাকলে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট বা খ) কোম্পানি বা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এ- নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮মতল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা -৭০০০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেল : nichetechpl@nichetechpl.com) এর নিকট সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত ফর্ম জমা দাখিলের মাধ্যমে যা উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com)।

এনপিআর ফিনান্স লি এর পক্ষে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

মেসার্স অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড CP(IB) No. 187/KB/2024 (Admitted) - কর্পোরেট ডেটর-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৭ নভেম্বর ২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পারি রেজিস্ট্রার-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U34105WB2007PTC120650
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭০৯, ৮মতল, মার্লিন ইনপিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, বিধাননগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক,পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, ৭০০০৯১
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	সিআইআরপি শুরুর তারিখ : ১৯.০৩.২০২৬, আইআরপি নিয়োগের তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২১.০৯.২০২৬, ১৮০ দিন অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারের নিয়োগের তারিখ থেকে শুরু।
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী অনুপ কুমার সিং IBBI/IPA-001/IP-P00153/ 2017-2018/10322 এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : ৫মতল, ফ্ল্যাট ৪এ, বিদ্যারাজ নিকেত, ২২/২৮এ, মনোহর পুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্কের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২৯, ইমেল : anup_singh@stellarinsolvency.com
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, স্যুট ১বি, ২য়তল, ২২/২৮এ, মনোহর পুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯, ইমেল : attivoeconomic.sipl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৪.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়-আইআরপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়-আইআরপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) ওয়েব লিঙ্ক : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ঠিকানা : স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, স্যুট ১বি, ২য়তল, ২২/২৮এ, মনোহর পুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯, ইমেল : attivoeconomic.sipl@gmail.com খ) প্রযোজ্য নয়।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৯.০৩.২০২৬ তারিখে, যাহোক এনসিএলটি ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে আইআরপি নিয়োগের নির্দেশে দেয়।
মেসার্স অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৮.০৪.২০২৬ তারিখে বা তার আগে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-এর বিপরীতে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন আর্থিক ঋণদাতা, আইআরপি-র কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী ফর্ম সিএ - প্রযোজ্য নয়-এ, উক্ত শ্রেণীর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য ক্রম নং ১৩-এর বিপরীতে তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্য থেকে একজন অনুমোদিত প্রতিনিধির নাম নির্বাচন করবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/- শ্রী অনুপ কুমার সিং
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322 AFA বৈধ ৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ ও স্থান : ৩১ মার্চ, ২০২৬, কলকাতা

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

(CIN : L70109WB1986PLC040864)
রেজি. অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
হেড অফিস : ইউনিট নং ৪ এবং ৫, ৪র্থ তল, প্লট নং ডি-২, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি-১১০০১৭, ফোন : ০১১-৪২৬৫ ৪২৬৫
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩, তদধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর সকল প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং ০৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১১/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ ও অন্যান্য সার্কুলার নং-এর বিধানাবলী মেনে কোম্পানির একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) আগামী বুধবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার এবং সেবি-এর সার্কুলার, যেগুলিতে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন ব্যতীত।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com**-এ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) ও বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**-এ।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, রিমোট ই-ভোটিং অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ("ই-ভোটিং-এর কাট-অফ তারিখ")। শুধুমাত্র উক্ত কাট-অফ তারিখে ডিপি কর্তৃক রক্ষিত সদস্য রেজিস্টার বা প্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম নথিভুক্ত থাকবে, তিনিই রিমোট ই-ভোটিং অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

যেসব শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :

ক) যেসব সদস্য ভৌত মাধ্যমে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মে তাদের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করেন। এর জন্য তাদের ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর এবং পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান)-এর স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে ঠিকানা বিতল হাউস, ৪র্থ তল, ৯৯ লোকাল শপিং সেন্টারের পিছনে, মাদাংগির, দিল্লি-১১০৬২ জমা দিতে হবে। ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মের ফরম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial- reports#3**-এ পাওয়া যাবে।

খ) যেসব সদস্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিকভাবে পাওয়ার জন্য তারা যেন তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর কাছে তাদের ইমেল-আইডি নিবন্ধন/আপডেট করেন।

ই-ভোটিং-এর সুবিধা :

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবের উপর সভার পূর্বে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রদানের জন্য এনএসডিএল -এর রিমোট ই-ভোটিং ('রিমোট ই-ভোটিং') সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এছাড়াও, কোম্পানি সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে।

রিমোট ই-ভোটিং ১৯ এপ্রিল ২০২৬ (রবিবার) সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২১ এপ্রিল ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকাল ৫টায় শেষ হবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি

ক) সদস্যরা ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত পদ্ধতি অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

খ) উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার পর, সদস্যদেরকে রিমোট ই-ভোটিং এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন তথ্য ইমেলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

২১ এপ্রিল ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকাল ৫টার পর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সকল সদস্য অতিরিক্ত সাধারণ সভার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা ভিডিও কনফারেন্স/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু উক্ত সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিবরণ অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেসব সদস্য সভায় বক্তা হিসেবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে বা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক, তারা তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে **investorrelations@ashianahousing.com**-এ তাদের নাম, ডিপি আইডি, ক্লায়েন্ট আইডি/ফোলিও নম্বর, প্যান এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে অনুরোধ পাঠিয়ে ১৫ এপ্রিল ২০২৬ বা তার আগে নিজেদের প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন। শুধুমাত্র সেইসব সদস্য যারা বক্তা শেয়ারহোল্ডার হিসেবে নিজেদের প্রাক-নিবন্ধন করেছেন, তারাই অতিরিক্ত সাধারণ সভায় তাদের মতামত প্রকাশ করতে বা প্রশ্ন করতে পারবেন। অতিরিক্ত সাধারণ সভার জন্য উপলব্ধ সময়ের উপর নির্ভর করে বক্তার সংখ্যা সীমিত করার অধিকার কোম্পানি সংরক্ষণ করে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
আশিয়ানা হাউজিং লি. এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
মেম নং : এসিএস ২১১৯১

স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

সুকুমার রায়

কোচবিহার উত্তর

কেন্দ্র-রাজ্যের উদাসীনতায় নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত

পার্থপ্রতীম রায়

শুভাশিস বিশ্বাস

সংকটে উত্তরবঙ্গের আলু চাষিরা। উৎপাদিত আলুর দাম না থাকায় সংকট বাড়ছে কৃষকদের। এর পাশাপাশি ফাল্গুন মাসের বৃষ্টিতে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার আলু চাষিরা। আলু ক্ষেতগুলিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন এই জেলার আলু চাষিদের একটি বড় অংশ। অন্যদিকে

জেলার হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণ করবার ক্ষেত্রেও চরম বিপাকে পড়েছেন আলু চাষিরা। কারণ হিমঘর থেকে আলুর বন্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে আলুর বস্তা প্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা করে অগ্রিম জমা দিতে হচ্ছে হিমঘর কর্তৃপক্ষকে।এই মুহূর্তে আলুর দর রয়েছে কেজি প্রতি সর্বাধিক সাড়ে ৪ টাকা। যে বস্তাগুলিতে আলু ভরা হচ্ছে, আশ্চর্যজনক ভাবে এই বস্তারও কালোবাজারি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ১৮ থেকে ২০ টাকা দামে কৃষকরা এই বস্তা কিনছেন বাজার থেকে। তবে এই সমস্যা নিয়ে উদাসীন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই। আর সেই কারণেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে চাষি থেকে শুরু করে শ্রমিক শ্রেণি কোথাও যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে লাল ঝাণ্ডার দিকেই ঝুঁকেছেন। আর এটা স্পষ্ট হয়, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রণয় কার্য্যীকে যখন কাছে পান স্থানীয় কৃষকেরা। এরপরই এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলগুড়ি ও ২নং বড়াইবাড়ি এলাকার কৃষকেরা স্পষ্ট জানান, এই সংকটময় সময়ে না খোঁজ নিতে এসেছেন এই বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক, না খোঁজ নিয়েছেন রাজ্যের শাসক দলের কেউ। তবে কৃষকদের সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রেখে চলেছেন সারা ভারত কৃষক সভা নেতৃত্বরা। তাঁরা জানান যে কৃষকদের বিশ্বাস হারিয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূল। তাই এবার লাল ঝাণ্ডার প্রার্থীকেই বেছে নেবেন তাঁরা। এদিকে সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রণয় কার্য্যীও আলু চাষিদের পাশে দাঁড়িয়ে জানান, ‘এক সীমাহীন বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বিধানসভা এলাকার কৃষকেরা। কোচবিহার জেলায় এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিবছরই ব্যাপক পরিমাণে আলু চাষ করেন কৃষকেরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু আলুর ফলন হলেও, ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রি করতে পারছেন না আলু চাষিরা। তাই জোট বাঁধতে শুরু করেছেন এই এলাকার কৃষকেরা।’

এখানেই শেষ নয়, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গড়ে ওঠা খোল্টা ইকো-পার্ককে ঘিরে স্থানীয় মানুষেরা যে সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তারাও সমস্যার মুখে। কারণ, নেই পর্যটকদের আনাগোনা, নেই চিল্ড্রেন পার্কে শিশুদের কলকাকলি। ফলে তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় অনন্ত রায় বনমন্ত্রী থাকাকালীন তার জন্মভূমি খোল্টা এলাকায় এই পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। প্রায় ৬৭ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠে এই পার্ক। যে জায়গায় এই পার্ক গড়ে ওঠে, তা আসলে একটি হেরিটেজ ফরেস্ট। কোচবিহারের রাজা আমলে এই এলাকায় লাগানো হয়েছিল বার্মা সেগুন গাছের চারা। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই চারা গাছগুলি কার্যত মহীরুহে পরিণত হয়। বন্দুকের বাট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো এই বার্মা সেগুন কাঠ। ইকোপার্ক তৈরির জন্য তৎকালীন সময়ে বেছে নেওয়া হয় এই সেগুন গাছের জঙ্গলকেই। এলাকার পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের সংসার প্রতিপালন করতে পারেন স্বচ্ছল ভাবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে তোলা হয় চিলড্রেন পার্ক এবং ডিয়ার পার্ক।টয় ট্রেন, প্যাডেল বোট, ঝুলন্ত সেতু সবই ছিল এই পার্কে। এই পার্কে শোভা পেতো বদ্রি, ময়ূর সহ বিভিন্ন ধরনের পাখি। আর এই পার্কের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সম্বর ও চিতল প্রজাতির হরিণ। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই পার্কটি। প্রতিদিন প্রচুর অংশের পর্যটকরা ভিড় জমাতেন এই পার্কে। কিন্তু ২০১১ সালে রাজ্যের সরকার পরিবর্তনের পর ক্রমশ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে সরকারি এই উদ্যান। অযত্ন আর অবহেলায় ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে এই পার্কটির পরিকাঠামো। পাখিরা খুঁজে নেয় অন্য কোন বাসা। বন্ধ হয়ে যায় ঝুলন্ত ব্রিজ, মুখ থুবড়ে পড়ে প্যাডেল বোট, অন্যত্র নিয়ে চলে যাওয়া হয় টয় ট্রেন। এর জেরে ক্রমশ কমতে শুরু করে পর্যটকের সংখ্যা। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই পার্ক। ২০১৫ সাল নাগাদ এই পার্ক থেকে ৬টি সম্বর এবং ১৮টি চিতল হরিণ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় বনদফতর। আর এই সময় এলাকাবাসীদের প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বনদফতরের আধিকারিক থেকে কর্মীদের। জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ে ৪টি চিতল হরিণ এই পার্কে রেখে যেতে বাধ্য হয় তারা। এরপর ক্রমশ বংশবিস্তার শুরু করে এই চিতল হরিণরা। ২০১৭ সালের বন্যায় মারা যায় ৭টি হরিণ। বর্তমানে এই পার্কে রয়েছে প্রায় ১৩টি চিতল প্রজাতির হরিণ। পর্যটনের বিকাশ ঘটাতেই গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহার জেলাতে এধরনের পার্ক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল রাজ্যের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। এর মধ্যে একটি এই কোচবিহার ২নং ব্লকের মরিচবাড়ি-খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খোল্টা ইকো-পার্ক। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে সরকারি সদিচ্ছার অভাবে ধুঁকছে এই পার্কটি। আর এই পার্ক ঘিরে যাদের ছিল রুজিরোজগার, আজ এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি তারা। আর সেই কারণেই কোচবিহার ২নং ব্লকের মরিচবাড়ি-খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোল্টা ইকো-পার্কের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে তাই কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রণয় কার্য্যীর জয় চাইছেন সংশ্লিষ্ট এই এলাকার সাধারণ মানুষ। কারণ, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) প্রার্থী বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলে আবার স্বমহিমায় ফিরবে এই খোল্টা ইকো-পার্ক। উপার্জনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে যাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য।

এদিকে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ প্রতিম রায়। এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান হিসেবে বেশি পরিচিতি তাঁর। এদিকে এবার টিকিট পাননি বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এদিকে বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট না পেয়ে নিজেকে একপ্রকার গৃহবন্দি করে রেখেছেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এর জেরে কোথায় যেন ছন্দ কেটেছে তৃণমূলের অন্দরে। তবে ভোট প্রচার শুরুর আগে তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে যেতে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থীকে। রবিবাবুকে ‘কাকা’ সম্বোধন করে প্রণামও করেন ভাইপো পার্থ। ভাইপো ভোটে টিকিট পাওয়ার পর বাড়ি এসেছে, তা ভাবনার বাইরে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। কোচবিহারের রাজনীতিতে কাকা-ভাইপোর এই জুটি একসময় বিখ্যাত ছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কোচবিহার জেলার রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের এর হাত ধরেই উত্থান পার্থপ্রতিমের। তাঁরা পরস্পরকে সম্বোধন করেন কাকা-ভাইপো বলে।এক সময় দু’জনের ঘনিষ্ঠতা দেখে গিয়েছে ‘ভাইপো’কে। দীর্ঘদিন এক মঞ্চেও দেখা যায়নি তাঁদের দু’জনকে। কাকা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের পর পার্থপ্রতিম রায় জানান, ‘রাজনীতির উর্ধ্বেও একটি সম্পর্ক রয়েছে। রবি বাবুকে আমি কাকা হিসেবে বরাবর মেনে এসেছি। বিধানসভা নির্বাচনের দল আমাকে টিকিট দিয়েছে। কাকা বহু পুরনো রাজনৈতিক নেতা। নির্বাচনে কী কী রণকৌশল প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে ওঁনার সাহায্য আমি নেব।’

কোচবিহার পরিচিত রাজার শহর হিসেবেই। কোচরাজাদের বিহার ক্ষেত্র। রাজপ্রাসাদের শহর, মদনমোহনের শহর, হেরিটেজ শহর কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের একটি জেলা। শহর নয় বটে, তবে শহরের ছোঁয়া আছে। কোচবিহার শহর থেকে তিন-চার কিলোমিটারের ডোডেয়ারহাট। মঙ্গল ও শনিবারের এই হাট খাগরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হলে কী হবে, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা। কেন্দ্রের অনেক মানুষের আনাগোনা আছে। মানুষের ভিড় যেখানে, আড্ডা সেখানে স্বাভাবিক। তাতে শহরের কথা আসে, গ্রামের কথাও হয়। ভোট এলে হয় উন্নয়নের কথা। সেখানে কটাক্ষ করে বলতে শোনা গেল, ‘এমন উন্নয়ন হয়েছে যে এখনও বর্ষায় এই হাটে একহাঁটু কাদা জমে।’ সঙ্গে এও শোনা গেল, ‘হাটে তো পরিস্রুত পানীয় জল বা ভালো নিকাশিনালার ব্যবস্থাও নেই।’ শুধু ডোডেয়ারহাটে নয়, চরম অব্যবস্থার কারণে বর্ষায় কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্ধিষ্ণু এলাকা রাজারহাট যেন হয়ে ওঠে ভেনিস শহরের মতো। একেবারে জলবন্দি হয়ে পড়ে। এটা মনে রাখতে হবে অতীতের লালদুর্গ কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে কখনও নীল-সাদার রাজত্ব হয়নি। ২০২১ পর্যন্ত এই কেন্দ্র ছিল বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে। ২০২১-এ কায়েম হয় গেরুয়ারাজ। বিধায়ক এখন বিজেপির সুকুমার রায়। বামেরা এখন হীনবল। ফলে এই বিধানসভা কেন্দ্রে মূল লড়াই এখন ঘাসফুল ও পদ্মফুলের। কোচবিহার জেলায় সংখ্যালঘুদের বসবাস ভালো হলেও এই কেন্দ্র ব্যতিক্রম। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘুরা মোট ভোটারের ২০ শতাংশেরও কম। তাতে সুবিধা হয়েছে বিজেপির। তবে মুদ্রার যেমন উলটো পিঠ থাকে, তেমনই ভালোর বিপরীতে মন্দও আছে। এলাকা ঘুরে আঁচ পাওয়া যায়, পাঁচ বছর দলীয় বিধায়ক থাকলেও উন্নয়ন বলতে প্রায় কিছুই করেনি বিজেপি। পদ্ম শিবিরের পালটা দাবি আছে ঠিকই যে, প্রশাসন ও তৃণমূল তাদের কাজ করতে দেয়নি। কিন্তু বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে যা করাতে পারত, তা-ও তো করায়নি। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক নিউ কোচবিহারে ঘটা করে আন্তর্জাতিকমানের স্পোর্টস হাবের শিলান্যাসের ঘটনা। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা তাতে সুযোগ পাবে। এলাকার অর্থনীতি উজ্জ্বল হবে- এই আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয় লোকজন। কিন্তু কোথায় কী, স্পোর্টস হাবের জন্য চিহ্নিত মাঠে এখন গোরু চরছে। বিজেপির আরেক বিড়ম্বনা হয়েছে সম্প্রতি তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে গুলি করার ঘটনায় দলীয় বিধায়কের ছেলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায়। বিধায়ক-পুত্রকে বেশ কিছুদিন হাজতবাসও করতে হয়। সেই ক্ষত এখনও টাটকা।

এই বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্বপ্রান্তে চকচকায় কার্যত কোচবিহার একমাত্র শিল্পকেন্দ্র। বাম শাসনের ৩৪ বছরে কিছু হয়নি বলে মিটিং-মিছিলে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা গলা ফাটান বটে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই চকচকার শিল্পকেন্দ্র বামফ্রন্ট সরকারই করে গিয়েছে। তারপর রাজ্যে তৃণমূলের রাজত্ব ১৪ বছর হয়ে গেলেও সেখানে নতুন আর একটি শিল্পও আসেনি। খাগরাবাড়িতে বাম আমলে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহর উদ্যোগে তৈরি ক্যানসার সেন্টারটি এখন অস্তিত্ব সংকটে।

এর পাশাপাশি সম্প্রতি একটি খুনের অভিযোগে দলের ব্লক সভাপতি সজল সরকার গ্রেফতার হওয়ায় শাপে বর হয়েছে তৃণমূলের। আগে ব্লক সভাপতি বনাম জেলা সভাপতির দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ছিল দলে। এখন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ শুভঙ্কর দে নতুন ব্লক সভাপতি হওয়ায় তৃণমূল মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ। যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির। যদিও জেলার বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামীদের এই নেতৃত্বের সঙ্গে তেমন বোঝাপড়া নেই।

অন্যদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ আছে। গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, বাণেশ্বর, খাগড়াবাড়ি, খোল্টা-মরিচবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ও ব্লকে দলের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের অনেকে একসময় ছাত্র পড়াতেন, কেউ অন্যের দোকানে খাতা লিখতেন, আবার কারও সামান্য লাইটের দোকান ছিল, কেউ আবার ভাঙা সাইকেলে চড়ে সংগঠন করতেন। তৃণমূল করার সুবাদে তাঁরা সকলে এখন কোটিপতি। একদিকে এলাকার অনুন্নয়ন আর অন্যদিকে তৃণমূল নেতাদের চোখ ধাঁধানো উন্নতি বিরোধী শিবিরের হাতে ট্রাম্প কার্ড।

কোচবিহারের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫০ সালের ১৯ জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক মানচিত্রে কোচবিহার একটি নতুন জেলা হিসাবে আবির্ভূত হয়। জেলাটির উত্তরে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। পূর্বে অবস্থিত অসমের কোকরাঝাড় ও ধুবরি জেলা। পশ্চিমে ও দক্ষিণে বাংলাদেশ। হিমালয়ের তরাই এবং ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা দিয়ে ঘেরা। কোচবিহার-২ ব্লক বারেন্দ্রভূমির অন্তর্গত, সমতল ভূমি এবং বালি-পলি-মাটির মিশ্রণে গঠিত। রাইডাক-১ ও ২, গদাধর, কালজানি, তোর্সা ও ঘগরিয়া সহ বহু নদী এলাকা জুড়ে বয়ে চলেছে। তবে হিমালয় থেকে নেমে আসা পলিমাটি বয়ে আনা এই নদীগুলি বর্ষায় প্রায়ই বন্যা সৃষ্টি করে ফসলের ক্ষতি করে।এখানকার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর, ধান, পাট ও শাকসবজি প্রধান ফসল। সেচ হয় গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং নদী-লিফট সেচের মাধ্যমে। পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন ও মৎস্যচাষ বাড়তি আয় দেয়। এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের উপস্থিতি সীমিত। কোচবিহার শহর এখান থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে। নিকটবর্তী শহরগুলির মধ্যে তুফানগঞ্জ ২৫ কিমি, মাথাভাঙা ৩০ কিমি এবং আলিপুরদুয়ার ৪৫ কিমি দূরে। কলকাতা প্রায় ৭০০ কিমি পথ। উত্তরে আলিপুরদুয়ার জেলা এবং পূর্বে আসাম। আসামের গসসাইগাঁও ৩৫ কিমি, কোকরাঝাড় ৫৫ কিমি এবং ধুবরি ৭০ কিমি দূরে। গুয়াহাটি এখান থেকে ২৭৯ কিমি।

২০২৬-এ কোচবিহার জেলায় মোট ন’ টি বিধানসভা ক্ষেত্রে লড়াই সামনে। এই ন’টি বিধানসভা ক্ষেত্র হল, কোচবিহার দক্ষিণ, কোচবিহার উত্তর, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, সিতাই, মেখলিগঞ্জ, শীতলকুচি এবং নাটাবাড়ি। কোচবিহার উত্তর, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার একটি তফসিলি জাতি-সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্র, কোচবিহার লোকসভা আসনের সাতটি সেগমেন্টের অন্যতম। ১৯৫১ সালে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাধিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে এটি গিয়েছে। শুরুতে একটি মাত্র কোচবিহার বিধানসভা কেন্দ্র ছিল, যা ১৯৫১ ও ১৯৫৭, এই দু’বারই কংগ্রেস জেতে। ১৯৬২ সালে আসনটি ভেঙে তৈরি হয় কোচবিহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম। ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে কংগ্রেস তিনবার এবং ফরওয়ার্ড ব্লক দু’বার জয়লাভ করে।

এরপর ১৯৭৭ সালে এই তিনটি আসন বাতিল করে পুনর্গঠিত হয় কোচবিহার উত্তর ও পশ্চিম। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬- এই সাত দফার নির্বাচনের মধ্যে ছয়বারই কোচবিহার উত্তরে জয়ী হয় ফরওয়ার্ড ব্লক, আর ১৯৯৬-এ কংগ্রেস জয় পায় মাত্র একবার।এরপর ২০০৮ সালে নির্ধারণ কমিশনের সুপারিশে এই দুই আসন বিলোপ করে তৈরি হয় কোচবিহার উত্তর ও কোচবিহার দক্ষিণ। বর্তমান কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি কোচবিহার-২ ব্লক নিয়ে গঠিত, যা জেলা সদর শহরকে ঘিরে থাকলেও শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

পুনর্গঠনের পর প্রথম দু’টি নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক তাদের আধিপত্য ধরে রাখে। ২০১১ সালে নগেন্দ্রনাথ রায় তৃণমূলের প্রসেনজিৎ বর্মনকে ২, ১৯৭ ভোটে পরাজিত করেন। আর বিজেপির মালতি রাভা তখন মাত্র ৬.৭১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় হন। ২০১৬ সালেও রায় জেতেন, এ বার তৃণমূলের পরিমল বর্মনকে ১২,২৯৩ ভোটে হারিয়ে। বিজেপির ভোট তখন বাড়ে, ১৩.৪২ শতাংশ। কিন্তু তৃতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে ২০২১ সালে পরিস্থিতি বদলে যায়। টানা তৃতীয়বারের মতো তৃণমূল দ্বিতীয় হলেও ফরওয়ার্ড ব্লকের নগেন্দ্রনাথ রায় মাত্র ৪.৭১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয়তে নেমে আসেন। বিজেপির সুকুমার রায় ১৪,৬১৫ ভোটে আসন দখল করেন। এর আগেই ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই সেগমেন্টে তৃণমূলের থেকে ২৭,২২৬ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০২৪-এ এই লিড কমে ১৭,৯৮৯ হলেও বিজেপির অবস্থান দৃঢ় থাকে।

২০২১ সালে কোচবিহার উত্তরে নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন ২,৮২,৯৮৮। ২০১৯-এ ২,৭১,০২২ এবং ২০১৬-এ ২,৫৮,৭২২। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী, তফসিলি জাতি ভোটারের হার ৪৪.৯৭ শতাংশ এবং মুসলিম ভোটার ১৯.২০ শতাংশ। আসনটি মূলত গ্রামাঞ্চল নিয়ে। শহরের ভোটার মাত্র ১৫.৭০ শতাংশ। ভোটদানের হার থাকে নজরকাড়া। যেমন, ২০১১-এ ভোটদানের হার ছিল ৮৬.০৫ শতাংশ। এরপর এই হার ২০১৬-তে ছিল ৮৬.৯৭ শতাংশ, ২০১৯-এ ৮৫.০৩ শতাংশ, ২০২১-এ ৮৬.২৩ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, কোচবিহার উত্তরে বিজেপির উত্থান স্পষ্ট, কারণ আসনটিতে তফসিলি জাতি ভোটারের আধিক্য এবং ওই সম্প্রদায়ের বড় অংশ বিজেপির প্রতি ঝুঁকেছে। অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসকে মুসলিম-বন্ধু দল হিসেবে দেখার প্রবণতা বহু তফসিলি জাতি ভোটারকে তাদের থেকে দূরে সরিয়েছে। বাম-কংগ্রেস জোট কার্যত প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। ফলে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই মূলত বিজেপি বনাম তৃণমূল। তবে এই লড়াইয়ে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

২০২৬ সালে এই বিধানসভার লড়াইয়ে মূল ইস্যু অবশ্যই রাজনৈতিক হিংসা, কোচবিহারের অধুনা লুপ্ত ছিটমহল ও উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের অভিযোগ রয়েছে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে, ২০২৬ এর ৩০ জানুয়ারি গিরিধারী সেতু ভেঙে পড়েছে। অভিযোগ, ধারণ ক্ষমতার বেশি ওজনের মালবাহী ডাম্পার পারাপারের ফলে এই দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনা কোচবিহারকে অস্থির করে তুলেছে। এছাড়াও অতিবৃষ্টিতে তিস্তা ও জলঢাকা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির মত এলাকা নিয়মিত ভাবে বন্যার কবলে পড়ছে।

ভারী যানবাহনের চাপে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জেলার একাধিক সেতু ও রাস্তা ভেঙে পড়েছে, যা গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। এছাড়াও জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বেকারত্ব, নিকাশি জেলার বড় সমস্যা। এসএসসি চাকরি ইস্যুতে পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায়, জেলায় প্রশ্নের মুখে পড়ে তৃণমূল। আর গ্রেটার কোচবিহার ইস্যু এখানে তো সবসময় আলোচনাতে থাকেই। সঙ্গে জেলায় কামতাপুরী বা রাজবংশী ভোটব্যাংক প্রধান ভূমিকা পালন করে। গ্রেটার কোচবিহারের নেতা অনন্ত মহারাজ ওরফে নগেন্দ্র রায়কে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে তৃণমূলের মাষ্টার স্ট্রোক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাজ্যের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান বঙ্গবিভূষণে ভূষিত করা হয় অনন্ত মহারাজকে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মাননা নেওয়া এই রাজবংশী নেতাকে নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পাশাপাশি বামদের সমর্থন বৃদ্ধির সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য নিয়ে যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে তার প্রভাব ভোটবাক্সে পড়ে কি না তার জন্য ফলের অপেক্ষায় থাকতেই হবে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
সুকুমার রায়	বিজেপি	১,২০,৮৪৩	৪৯.৪০ %
বিনয় কৃষ্ণ বর্মন	বিজেপি	১,০৫,৮৬১	৪৩.৪০ %
নাগেন্দ্র নাথ রায়	কংগ্রেস	১১,৪৭৫	০৪.৭০ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,৫৭০	০০.৬৪ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
কোচবিহার উত্তর	২,৯২,৪৪৩	২,৮১,৫৯৭	২,৮০,৫৮৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে রাসবিহারী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড. স্বপন দাশগুপ্ত।

প্রচারে বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম।

প্রচারে চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।।